বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা পরিষদঃ

মাফরূহা সুলতানা

ভারপ্রাপ্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

জনাব আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ও এন সিদ্দিকা খানম

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সম্পাদনা পর্ষদঃ

জনাব মোঃ আজম-ই-সাদত	সভাপতি
উপ-সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	
জোবেদা বেগম	সদস্য
উপ-প্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	
জনাব মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী	সদস্য
সিস্টেম এনালিস্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	
জনাব ফরহাদ হোসেন	সদস্য
সিনিয়র সহকারী সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৭

প্রকাশনায় ও মুদ্রণ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.rdcd.gov.bd

প্রচ্ছদ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ইউনিট
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের পল্লী এলাকার দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে আসছে। দেশের সমগ্র পল্লী এলাকার, বিশেষ করে পশ্চাদপদ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ বিভাগের কার্যক্রম বিস্তৃত। সরকারের নীতিমালা, অঙ্গীকার ও অগ্রাধিকারসমূহের আলোকে এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ড তুলে ধরে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ‘একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প’ এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান প্রশংসিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, বাপার্ড এবং আরডিএ একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ড তুলে ধরে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ বিভাগের কর্মকান্ড ও হালনাগাদ তথ্য সকলকে অবহিত করতে সহায়তা করবে এবং আমাদের কর্মকান্ড মূল্যায়নে সহায়ক হবে। ২০১৬-২০১৭ সালের প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)



মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ অনেক চড়াই-উতরাই তথা অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বেশ কয়েকবৎসর যাবৎ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্বেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

বর্তমান সরকার- ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও দূর্নীতিমুক্ত সুখীসমৃদ্ধ ''ডিজিটাল বাংলাদেশ'' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার** নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসেছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম বৃহৎ কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত ''একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে দেয়া হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে কেন্দ্র করে কৃষি জমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে- যা দেশের উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটিয়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক এ প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে সার্বিক বিষয় অবহিত করতে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি)



মাফরূহা সুলতানা
ভারপ্রাপ্ত সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। সরকারের ''ভিশন ২০২১'' এ বর্ণিত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ একটি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং ২০০৯-২০১০ সাল থেকে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে দেশকে দরিদ্রমুক্ত এবং স্ব-নির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রতি বছর তার কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হয়। এ প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সময়ের ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ প্রণীত হল। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ড এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রকাশনাটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকান্ড প্রচারে অবদান রাখবে এবং এ বিভাগের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ।

(মাফরূহা সুলতানা)

সভাপতির দু'টি কথা

সকলের সম্মিলিত মেধা, শ্রম ও মননের ফসল পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এই বার্ষিক প্রতিবেদন। এ ব্যাপারে যারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব মহোদয়ের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এ প্রতিবেদনে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন, বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনসহ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র যেমন চিত্রিত হয়েছে, তেমনি সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে, যা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সুধীজনের নিকট সমাদৃত হবে বলে সম্পাদনা পর্ষদ মনে করে।

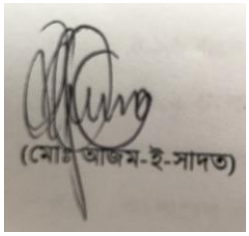

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলন**	১
১.১	পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন	২
১.২	বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন	২
২.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ**	৩
২.১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট	৪
২.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী	৪
২.৩	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য	৪
২.৪	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট	৫
২.৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	৭
৩.	**২০০১৬-২০১৭ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**	৮
৩.১	প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	৯
৩.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহ	১৩
	৩.২.১ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	১৩
৩.৩	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১৬
৪.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থা**	২২
৪.১	সমবায় অধিদপ্তর	২৩
	৪.১.১ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা)	২৬
	৪.১.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	২৭
৪.২	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	৩৯
৪.৩	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	৪৫
৪.৪	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	৪৯
৪.৫	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)	৭৫
৪.৬	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	৭৯
৪.৭	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	৮২

১

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলন

১.১. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বাস করে এবং এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের অবস্থানও পল্লী অঞ্চলে। ফলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকায়ন পল্লীর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং পল্লীর সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় ভি-এইড (গ্রামীণ কৃষি এবং শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে। ভি-এইড কর্মসূচিসহ পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে সংযুক্ত করা হয়। একাডেমী পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে কুমিল্লা মডেল উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। কুমিল্লা মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং থানা সেচ কর্মসূচি। কুমিল্লা মডেলের এ সকল উপাদান থেকে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি); থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) থেকে উপজেলা কমপ্লেক্স এবং থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)-র অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। সম্প্রতি বার্ড কর্তৃক পরীক্ষিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি)-কে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

১.২ বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় একটি প্রাচীনতম ব্যবস্থা। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যামিন কমিশন প্রতিবেদনে বিধ্বস্থ কৃষি ও ব্যাপক কৃষক অসন্তোষের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, কৃষকরা মহাজনী শোষণমূলক ঋণের ভারে জর্জরিত এবং সহজ শর্তে ঋণ লাভের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিবেদনে ঋণ সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি ঋণ চালুর সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সালে বহুমুখী সমবায় আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি চালু করে। এর মাধ্যমে এদেশে সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সমবায় আইন পাশ হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশে ৩২,০০০ প্রাথমিক সমিতি ছিল যাদের অধিকাংশই ছিল কৃষি সমবায় সমিতি। ষাটের দশকের কুমিল্লায় বার্ড কর্তৃক দ্বি-স্তর সমবায় প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন আঙ্গিকের সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়। কুমিল্লার দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নজির স্থাপিত হওয়ায় সরকার এ মডেল সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়। সত্তরের দশকে আইআরডিপি এবং ৮০ এর দশকে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ মডেল দ্রুততার সাথে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

২

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দু'টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, অপরটি স্থানীয় সরকার বিভাগ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচলনা, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহ দান, পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.১. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা।

২.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী

১. পল্লী উন্নয়ন নীতি, সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন;
২. পল্লী এলাকার দারিদ্র্য নিরসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩. ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি ঋণ, সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায় ব্যাংক, সমবায় বীমা, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ ও বিপণন, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায় ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;
৪. সমবায়ীদের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা;
৫. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক নিত্য-নতুন মডেল ও কৌশল উদ্ভাবন;
৬. সমবায়ের আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান।

২.৩. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য

এমটিবিএফ এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১. পল্লী এলাকার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,
২. পশ্চাৎপদ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন,
৩. পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি,
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি,
৫. গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং ফলাফল সম্প্রসারণ। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার অর্জনে অবদান রাখার জন্য এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় নিম্নরূপ আরও পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য যোগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে-

৬. জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন,

৭. অফিসের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ,

৮. ক্ষুদ্র ঋণ ও উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজার-সংযোগ (Marketing Linkage) সৃষ্টি,

৯. খাদ্য পুষ্টির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দুগ্ধ উৎপাদন,

১০. সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

২.৪ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট

গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সর্বমোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৬২৩ কোটি ১৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা যা ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের তুলনায় বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ বিভাগের আয় ছিল ২১ কোটি ৩১ লক্ষ ৪৯ হাজার এবং অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৪৭১ কোটি ২৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ১১৫১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর আয় এবং ব্যয় এর বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) আয়

অংকসমূহ হাজার টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	২০১৬-২০১৭
০১.	সচিবালয়	১৫,৫৮,৬২
০২.	সমবায় অধিদপ্তর	৪,৮২,০০
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		**২০,৪০,৬২**

(খ) ব্যয় (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ হাজার টাকায়

বিবরণ	বাজেট ২০১৬-১৭		
অনুন্নয়ন			৪৭০,৫৩,০০
উন্নয়ন	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	১৪১৪,৩৭,০০
	১৪০৫,৫৯,০০	৮৭৮,০০	
		সর্বমোট =	১৮৮৪,৯০,০০

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার বাজেট এর বিবরণ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ হাজার টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
০১.	সচিবালয়			
০২	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা			
০৩.	সমবায় অধিদপ্তর (কর্মসূচীসহ)			
০৪.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)			
০৫.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ),বগুড়া			
০৬.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড),কুমিল্লা			
০৭.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ			
০৮.	বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন ফেডারেশন	১০০০০.০০		
০৯.				
১০.				
১১.				
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		৪২৭,০১,৭৭	১০৪২৪০,০০	

২.৫ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

জনবল

	বিদ্যমান	মোট
১ম শ্রেণীঃ	২৩ জন	৩০ জন
২য় শ্রেণীঃ	১৮ জন	২৪ জন
৩য় শ্রেণীঃ	২৬ জন	৩০ জন
৪র্থ শ্রেণীঃ	২২ জন	২৮ জন
	সর্বমোট	১১২ জন

গাড়ী ও সরঞ্জামাদির তালিকা

গাড়ীঃ		**মোট**
(ক) কারঃ	০৩ টি	০৪ টি
(খ) জীপঃ	-	০১ টি
(গ) মাইক্রোবাসঃ	০৩ টি	০৩ টি
(ঘ) মটর সাইকেলঃ	০১ টি	০১ টি

সরঞ্জামাদিঃ	**বর্তমান**	**প্রস্তাবিত**	**মোট**
(ক) ফটোকপিঃ	০৪ টি	০২ টি	০৬ টি
(খ) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরঃ	০১ টি	-	০১ টি
(গ) কম্পিউটারঃ	২১ টি	১৩ টি	৩৪ টি
(ঘ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রঃ	০৮ টি	০৬ টি	১৪ টি

- মন্ত্রী
  - প্রতিমন্ত্রী
    - সচিব
      - অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ)
        - উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)
          - সিসস/সস (প্রশাসন-০১ শাখা)
          - সিসস/সস (প্রশাসন-০২ শাখা)
          - সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি ইউনিট)
        - উপসচিব (বাজেট অধিশাখা)
          - সিসস/সস (বাজেট-০১ শাখা)
          - সিসস/সস (বাজেট-০২শাখা)
          - হিসাব রক্ষণ অফিসার (হিসাব শাখা)
      - যুগ্মসচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ)
        - উপসচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান অধিশাখা)
          - সিসস/সস (আইন শাখা)
          - সিসস/সস (প্রতিষ্ঠান-০১ শাখা)
          - সিসস/সস (প্রতিষ্ঠান-০২ শাখা)
      - যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ)
        - উপসচিব (উন্নয়ন অধিশাখা)
          - সিসস/সস (উন্নয়নশাখা)
        - উপ-প্রধান (পরিকল্পনা অধিশাখা)
          - সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০১ শাখা)
          - সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০২ শাখা)
          - সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০৩ শাখা)
          - সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০৪ শাখা)
          - সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০৫ শাখা)
          - সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০৬ শাখা)

৩

২০১৬-২০১৭ সালে
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

২০১৬-১৭ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার ও অঙ্গিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দারিদ্য বিমোচনকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। এর প্রধান কৌশল হিসেবে কৃষি ও পল্লী জীবনের গতিশীলতা আনায়নের জন্য হতদরিদ্রদের মাঝে নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃতির লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের সংখ্যা ২০২১ সালে হবে ২.২ কোটি। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিগত সরকারের গৃহীত "একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প সমূহের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩.১ প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। কার্যক্রমসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. প্রশাসনিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনয়ন

প্রশাসনিক গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে অত্র বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের ICT সংক্রান্ত সেল গঠণ করা হয়েছে। ICT সেল গঠিত হওয়ায় কর্মদক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যাশনাল পোর্টালের আদলে এ বিভাগের ওয়েব সাইটের সকল তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। ই-গভারনেন্স কর্মসূচির মাধ্যমে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে তথ্য প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ই-ফাইলিং চালুর জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, স্ক্যানার, লেজার প্রিন্টারসহ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে গত ২৩ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখ হতে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের ইনোভেশন টিমের সদস্য এবং এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন টিমের সদস্যদের নিয়ে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক ০৫ পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি গত ২৩-২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ভিআইপি ক্যাফেটারিয়া, সিরর্ডাপে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাটিতে ২৫ জন কর্মকর্তাকে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগীতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ আয়োজন করে।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের দায়িত্বে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি উদ্বোধন করছেন



নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ই-ফাইলিং কার্যক্রম ত্বরানিত্ব করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একদিনের রিফ্রেশাস কোর্সের উদ্বোধন করের পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের সচিব জনাব ড. প্রশান্ত কুমার রায়।

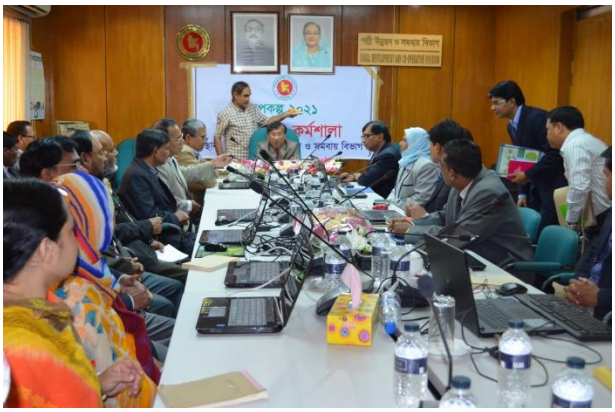





পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নবযোগদানকৃত ভারপ্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা কে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের পক্ষ হতে প্রকল্প পরিচালক ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নবযোগদানকৃত ভারপ্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা কে এবিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পক্ষ হতে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নবযোগদানকৃত ভারপ্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা কে বার্ড, কুমিল্লার পক্ষ হতে মহাপরিচালক এর ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নবযোগদানকৃত ভারপ্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা কে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ হতে এর ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এবং এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সাথে ভারপ্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা মতবিনিময় সভা।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নবযোগদানকৃত ভারপ্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা কে বিআরডিবি'র পক্ষ হতে মহাপরিচালক এর ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের বাজেট ব্যবস্থাপনা কাজে দক্ষতাবৃদ্ধির এবং iBAS++ কার্যক্রম ত্বরানিত্ব করার লক্ষ্যে দুইদিনের (১৩-১৪ জুন ২০১৭) কোর্সের উদ্বোধন করের পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা।





পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কিছু ছবিঃ



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গ্রহণ করছেন।



মাননীয় মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর নিকট হতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গ্রহণ করছেন।



মাননীয় মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গ্রহণ করছেন।



মাননীয় মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে সমবায় অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গ্রহণ করছেন।



মাননীয় মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে একটি বাড়ি একটি কামার প্রকল্প ২০১৭-১৮ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গ্রহণ করছেন।



মাননীয় মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গ্রহণ করছেন।

খ. বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির প্রসার

অবাধ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষে বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির সাথে সংগতি রেখে এ বিভাগসহ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট ন্যাশনাল পোর্টালে আদলে প্রস্তুতসহ উন্মুক্ত করা হয়েছে। ওয়েব সাইটসমূহ নিয়মিত আপডেট এর মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গ. শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

২০১৬-২০১৭ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ০৫ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের শূন্যপদ পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৩.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রকল্পসমূহ

৩.২.১. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

প্রকল্পের ভিশনঃ

সরকারী অনুদান সহায়তায় দরিদ্র মানুষদের পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের মিশনঃ

- স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- দরিদ্র পরিবারকে পুঁজি গঠনে সহায়তা করা;
- প্রয়োজনের নিরিখে জীবিকায়ন নিশ্চিত করা;
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।
- সকল বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা;
- দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থায়ী তহবিল গঠন করে দিয়ে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মাইক্রোক্রেডিটের ফাঁদ থেকে চিরতরে মুক্তি দেয়া।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনঃ এসডিজি বাস্তবায়নে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প -

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প। দরিদ্র মানুষকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবর্তিত 'ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল' বাস্তবায়নে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানরত ৩ কোটি মানুষকে এই ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেলের আওতাভুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

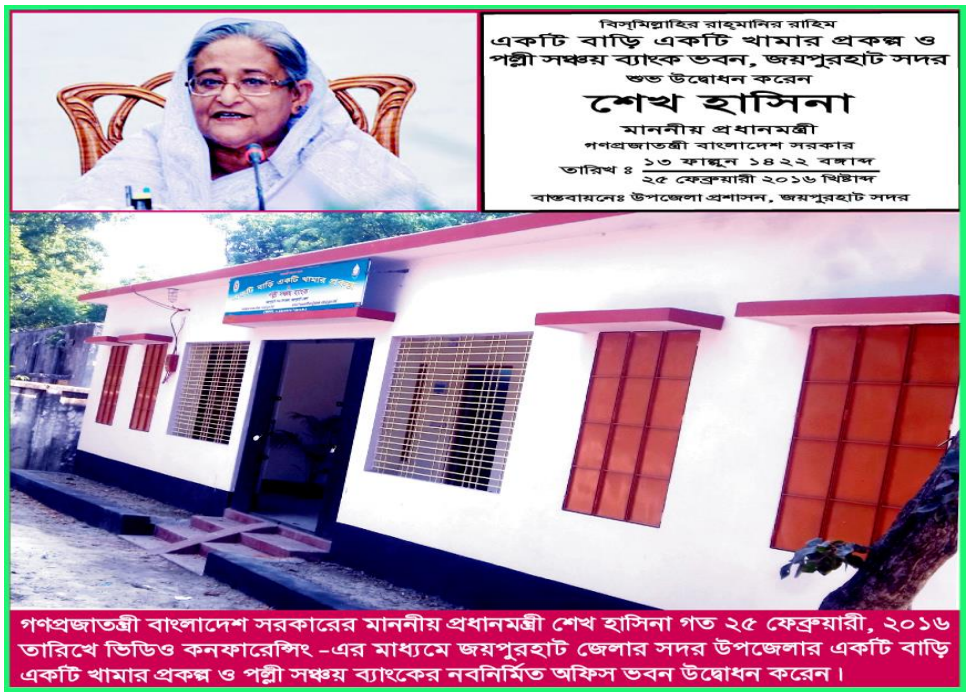

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং -এর মাধ্যমে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নবনির্মিত অফিস ভবন উদ্বোধন করেন।

ইতোমধ্যে দেশের সকল জেলার সকল ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের প্রায় দেড় কোটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিটি গ্রামে ৬০ টি দরিদ্র পরিবারের একজন করে সদস্য নিয়ে একটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি

গড়ে তোলা হয়েছে । যার মধ্যে ৪০ জনই নারী সদস্য। সপ্তাহে ৫০ টাকা অর্থাৎ মাসে ২০০ টাকা সঞ্চয়ের বিপরীতে সরকার তাকে ২০০ টাকা বোনাস দিচ্ছে। তাছাড়া প্রতি গ্রাম সংগঠনকে বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রদান করা হচ্ছে । এভাবে সরকার দু'বছরে একটি গ্রাম সংগঠনে মোট ৯ লক্ষ টাকার স্থায়ী তহবিল গড়ে দিচ্ছে। এ অর্থের মালিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী। সরকার কখনই এ অর্থ ফেরত নেবে না।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভায় উপস্থিত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন (এমপি), প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা (এমপি), সংসদ সদস্যগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালা-২০১৭ -এ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মাফরুহা সুলতানা

এটি তাদের স্থায়ী আমানত। পুরুষানুক্রমে এ অর্থ তাদের। উঠান বৈঠকে বসে এ সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেরাই নিজেদের তহবিল থেকে চাহিদামত ঋণ গ্রহণ করে ছোট ছোট আয়বর্ধক পারিবারিক কৃষি খামার গড়ে তুলছে , নিজের বাড়িকে আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র খামারে পরিণত করছে। নিজেদের সুবিধামত সময়ে কিস্তি দিয়ে নিজেদের তহবিলে ঋণের টাকা ফেরত দিচ্ছে। সরকারী সহায়তায় গরিব জনগোষ্ঠী এভাবেই নিজেরা নিজেদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গড়ে তুলছে। এটি দারিদ্র্য বিমোচনে ঋণ কর্মসূচির এক স্থায়ী পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ায় অর্থায়ন, বিনিয়োগ এবং আয়ের এক স্থায়ী ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে- যার ফলে ক্রমান্বয়ে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের পথ সুগম হচ্ছে। আমাদের সামনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ SDGs বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ- যার ১ ও ২ নং লক্ষ্য স্থায়ীভাবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিত করা । সে লক্ষ্যেই দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানরত অবশিষ্ট ১ কোটি ৮০ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে সম্পৃক্ত করে ৩ কোটি মানুষের জন্য ৮ হাজার ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কর্মকান্ড জুন,২০২০ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

লাগসই কর্মসূচি বাস্তবায়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন -

জুন ২০১৭ পর্যন্ত এ প্রকল্পের গঠিত ৫৬,০৮৫ টি সমিতির আওতায় ২৯,৩৫,৮৪৩টি দরিদ্র পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপকারভোগী এ সদস্যের মধ্য থেকে ৫,৫০,৬১৯ জনকে বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যা স্ব-স্ব আত্ম-কর্মসংস্থানে সাফল্য অর্জনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরাসরি প্রান্তিক এলাকার প্রায় ০২ কোটি দরিদ্র মানুষ সুফল ভোগ করছেন। সদস্যদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় জমা হয়েছে ১১৪২ কোটি টাকা। সরকার হতে সঞ্চয়ের বিপরীতে বোনাস প্রদান করা হয়েছে ৯৭৮.১২ কোটি টাকা। সমিতিতে অনুদান হিসেবে আর্বতক ঋণ তহবিল প্রদান করা হয়েছে ১৪৬৩.৯১ কোটি টাকা। গ্রামের দরিদ্র জনগনের মোট তহবিল ৩৫৮৪.০৩ কোটি টাকা। গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্রমঃপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৪১৮৫.৪৬ কোটি টাকা। গ্রামে গ্রামে মৎস্য, হাঁস-মুরগি, গবাদীপ্রাণি পালন, নার্সারী, সব্জীচাষ ও অন্যান্য জীবিকাভিত্তিক আয়বর্ধক খামারসহ সর্ব মোট ১৭ লক্ষ বাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক খামার গড়ে উঠেছে। ফলে প্রকল্পভুক্ত পরিবার প্রতি বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০,৯২১ টাকা। প্রকল্প এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যা ১৫% থেকে কমে ৩% -এ দাড়িয়েছে এবং অধিক আয়ের পরিবারের সংখ্যা ২৩% থেকে ৩১% -এ উন্নীত হয়েছে।

জাতির জনকের স্বপ্নপূরণ – ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ -

আগামী ২০২০ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবার তথা ৩ কোটি মানুষের স্থায়ী দারিদ্র্যমুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখবে । জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আমৃত্যু চাওয়া ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণে বতর্মান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ । একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অর্জিত সফলতার চলমান ধারাবাহিকতায় আগামী চার বছরের মধ্যে দেশের সকল ভিক্ষুক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এ প্রকলেপর আওতায়

অন্তর্ভুক্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন-প্রসূত দারিদ্র্যশূন্য বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্থাৎ এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় নিজের ক্ষেতে টমেটো সহ অন্যান্য সবজি চাষ করে সফল হয়েছেন চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার ২ নং তরপুরচন্ডী গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য জনবা মোঃ রফিক মৃধা



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় গরু পালনে স্বাবলম্বী হয়েছেন রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইহাড়ি উপজেলার তালুকদার পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উপকারভোগী চয়নিকা চাকমা



ছাগল পালনে স্বাবলম্বী একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার নিজ কুলিহার গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য মোছাঃ মরিয়ম বিবি



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় মৃৎ শিল্পের কাজ করে ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার নারায়নপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য দিপালী রাণী পাল



বাঁশ শিল্পের নিপুন কারিগর সাফল্যে ভরা মোসাম্মৎ মরিয়ম আক্তার -কে এখন আর দুঃখ কষ্ট তাড়া করে ফেরেনা। তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কৃষ্ণপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ব্রয়লার মুরগীর খামার করে স্বাবলম্বী হয়েছেন ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার পোবরাকুড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য মোছাঃ সানিয়া আক্তার



কাঠের তৈরী কুটির শিল্প (স্বামী-স্ত্রী সহ) তৈরী করে তা বিক্রির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের বগোর জেলার কেশবপুর উপজেলার আলতাপোল পশ্চিম গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য জনাব মোঃ শাহাজান আলী

৩.৩ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ			২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
১.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) জুলাই/২০০৯-জুন/২০২০	পউসবি	৮০১০২৭.০৫	৭১০৮১.০০	৭১০৮১.০০	০.০০	৭০৬৫০.১৭	৭০৬৫০.১৭	০.০০	৯৯.৩৯
২.	ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ(ইইপি) (২য় সংশোধিত)(ফেব্রুয়ারি/২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৬)	পউসবি	১০১২৬৫.২২	৭১৫.০০	২০.০০	৬৯৫.০০	৭১৪.৩৭	২০.০০	৬৯৪.৩৭	৯৯.৯১
৩.	চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায়(১ম সংশোধিত) জুলাই, ২০১১-ডিসেম্বর, ২০১৬	পউসবি	৯৩১২৮.৩৫	৩৫০.০০	৩৫০.০০	০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	০.০০	৮৮.৫৭
৪.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (সংশোধিত) প্রকল্প (মার্চ/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	বাপার্ড	৩২৬৮৪.৭১	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	৪৮০৯.৬১	৪৮০৯.৬১	০.০০	৯৬.১৯
৫.	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (পিআরডিপি-২) (সংশোধিত) (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	বিআরডিবি	২৩১৬৭.১৫	১৬৫০.০০	১৬৫০.০০	০.০০	১৬৪৯.২২	১৬৪৯.২২	০.০০	৯৯.৯৫
৬.	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত	বিআরডিবি	১৫৭৩৪.০০	৩২৯৯.০০	৩২৯৯.০০	০.০০	৩২৯৭.৯৬	৩২৯৭.৯৬	০.০০	৯৯.৯৭

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ			২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
	পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০১৮)									
৭.	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭)	বিআরডিবি	২২২২.২০	৭০০.০০	৭০০.০০	০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	০.০০	১০০
৮.	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭) (জুন/২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন)	বিআরডিবি	৩৩১৪২.০৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	৮৩.৩৩
৯.	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	বিআরডিবি	১৯০৫.৭৪	৩৯৬.০০	৩৯৬.০০	০.০০	৩৯৬.০০	৩৯৬.০০	০.০০	১০০.০০
১০.	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (এপ্রিল/২০১৪ হতে মার্চ/২০১৯)	বিআরডিবি	৯৪৮৭.৫৯	২১০০.০০	২১০০.০০	০.০০	২০৮২.০০	২০৮২.০০	০.০০	৯৯.১৪
১১.	বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন(জানুয়ারি,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০১৯)	বার্ড, কুমিল্লা	৩৪৩৯.০০	১৫৫.০০	১৫৫.০০	০.০০	১৫০.৪২	১৫০.৪২	০.০০	৯৭.০৫
১২.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা	আরডিএ,	৬৩০৮.৮৫	৬২৫.০০	১২৫.০০	৫০০.০০	১৯৯.৮৮	১৭.২৫	১৮২.৬৩	৩১.৯৮

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ			২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
	যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস(এম ৪সি)(মে/২০১৩-নভেম্বর, ২০১৬) (প্রস্তাবিতঃ মে/২০১৩-ডিসেম্বর/২০১৯)	বগুড়া								
১৩.	আরডিএ খামার এবং ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন প্রকল্প জানুয়ারি/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	আরডিএ, বগুড়া	৩৪২০.৯০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	১৪৯৯.৪৯	১৪৯৯.৪৯	০.০০	৯৯.৯৭
১৪.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প (অক্টোবর/২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৮)	আরডিএ, বগুড়া	১১১৩২.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	৯৯৫.৭২	৯৯৫.৭২	০.০০	৯৯.৫৭
১৫.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত)	আরডিএ, বগুড়া	৪২৪৩৩.৭৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	৪৯৮৪.৪২	৪৯৮৪.৪২	০.০০	৯৯.৬৯
১৬.	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানেরফলন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প(এপ্রিল, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)	আরডিএ, বগুড়া	৩৯০২.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	৪৯৮.৫৫	৪৯৮.৫৫	০.০০	৯৯.৭১

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ			২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
১৭.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(আরডিএ)জামালপুর স্থাপন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)	আরডিএ, বগুড়া	১২৪৫০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	০.০০	৩৪৯৩.২৩	৩৪৯৩.২৩	০.০০	৯৯.৮১
১৮.	দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরনের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭)	সমবায় অধিদপ্তর	৪২৪৭.২২	৬২৫.০০	৬২৫.০০	০.০০	৬১৫.০০	৬১৫.০০	০.০০	৯৮.৪৫
১৯.	সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সমবায় ভবনের অসমাপ্ত অংশ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪-জুন, ২০১৭)	সমবায় অধিদপ্তর	৩৩২৫.৬১	১৫৩৪.০০	১৫৩৪.০০	০.০০	১২৬৪.৬৩	১২৬৪.৬৩	০.০০	৮২.৪৪
২০.	উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন(জুলাই ২০১৬-জুন, ২০২০)	সমবায় অধিদপ্তর	১৫১৫৭.০০	৮৫.০০	৮৫.০০	০.০০	৮২.৯৩	৮২.৯৩	০.০০	৯৭.৫৬
২১.	কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ(জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	সমবায় অধিদপ্তর	২৩৮৯.০০	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প	এসএফডিএফ	৫৯১৩.০০	১০৯৫.১৪	১০৯৫.১৪	০.০০	১০৯৪.০০	১০৯৪.০০	০.০০	৯৯.৯০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ			২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
	(জুলাই/২০১৩-ডিসেম্বর/২০১৬)									
২৩.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা-২য় পর্যায় (জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	এসএফডিএফ	৬৪০৯.৫৪	২৬০০.০০	২৬০০.০০	০.০০	২৫২৮.০০	২৫২৮.০০	০.০০	৯৭.২৩
২৪.	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (জুলাই,২০১২-জুন, ২০১৮)	পিডিবিএফ	২৬২৭৯.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	০.০০	৬৯৯৯.৭৫	৬৯৯৭৫.০০	০.০০	১০০
২৫.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প মার্চ/২০১৪ হতে মার্চ/২০১৭	পিডিবিএফ	১৮৮০.০০	১৯৬.২৫	১৯৬.২৫	০.০০	১৯৬.২৫	১৯৬.২৫	০.০০	১০০
২৬.	প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০)	পিডিবিএফ	৬১০০.০০	৫১০.০০	৫১০.০০	০.০০	৩৩৬.১২	৩৩৬.১২	০.০০	৬৫.৯১

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ			২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
২৭.	হাজামজা/পতিত পুকুর পূনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০)	পিডিবিএফ	৩৯৬৭.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮.	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (জুলাই,২০১৩-ডিসেম্বর, ২০১৭)	মিল্ক ভিটা	১৭৮৯.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০	১২৭.০০	১২৭.০০	০.০০	৫০.৮০
২৯.	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	মিল্ক ভিটা	৭৪৮০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	১২.৫০	১২.৫০	০.০০	২.৫০
৩০.	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন ২০১৯)	মিল্ক ভিটা	৩৭৬১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৪

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রধান পাঁচটি সংস্থা রয়েছে, এগুলো হলো- সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ উন্নয়ন পল্লী একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। আরও রয়েছে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। এছাড়াও কিছু আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এগুলো হলো-বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট; নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী; টাংগাইল পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাংগাইল; বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, মুক্তাগাছা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, মৌলভীবাজার; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, ফেনী; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, রংপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, খুলনা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, ফরিদপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, বরিশাল; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, নওঁগা এবং আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, কুষ্টিয়া রয়েছে যারা পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত।

৪.১ সমবায় অধিদপ্তর

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (জুলাই'১৬ হতে জুন'১৭ পর্যন্ত)

অর্জনের খাত সমূহ	প্রাথমিক	কেন্দ্রীয়	জাতীয়
নিবন্ধন	৫,৮১৫	২১	-
নিবন্ধন বাতিল	৮,৮৮৪	৩৪	-
অডিট	৮৩,২০৯	৪৯২	১০

রাজস্ব আদায় :

অর্জনের খাত সমূহ	টাকার পরিমাণ
অডিট ফি	৩,৫৭,৭৩,৫৪১/-
নিবন্ধন ফি	১৫,১৭,১২৫/-

প্রশিক্ষণ :

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ : ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ১১ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ :

অর্জনের খাত সমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (সমবায়ী)
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী	৭৮	১৯৪২
আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট	৩১৬	৮১৯২
ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ	১৮৪৬	৪৬১৭৭
মোট	২২৪০	৫৬৩১১

ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা : আশ্রয়ণ প্রকল্পে জুলাই'১৬ হতে জুন'১৭ খ্রি.পর্যন্ত সর্বমোট ৭১৮.৪১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ ও ৪৬১.৯৪ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

আইন প্রণয়ন : বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন,২০০১ আরো কার্যকর, যুগোপযোগী ও সমবায় বান্ধব করার জন্য আইনের খসড়া প্রণয়নের কাজ চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ : বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ জুলাই'১৬ হতে জুন'১৭ খ্রি.পর্যন্ত সর্বমোট ৭৬.৭৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ : জুলাই'১৬ হতে জুন'১৭ খ্রি. পর্যন্ত সমিতির আওতায় বিতরণকৃত ঋণের নৌকা খাতে ৪,৪৯,৭০০/-টাকা ও নিজস্ব ২,৫০,০০০/- টাকা সহ সর্বমোট ৬,৯৯,৭০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে এবং সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে মার্কেট নির্মাণ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ২৫%।

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহ :

ক) সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সমবায় ভবনের অসমাপ্ত অংশের ভৌত নির্মাণ প্রকল্প : সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **" সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সমবায় ভবনের অসমাপ্ত অংশের ভৌত নির্মাণ"** শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়েছে ৯০%। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভৌত ও অন্যান্য কাজের লক্ষ্যমাত্রা ১০% অর্জন হয়েছে।

খ) সমবায়ের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প : প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জুলাই/১৬ হতে জুন/১৭খ্রি. পযর্ন্ত ২৮৬জন সুবিধাভোগী সদস্যকে গাভী/বকনা ক্রয়ের জন্য ৩৩৫.৯২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

গ) উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প : প্রকল্পটি ১৫১৫৭.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০১৬ খ্রি. হতে জুন ২০২১ খ্রি.পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের লক্ষ্য,উদ্দেশ্য,কার্যক্রম এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও প্রকল্পের এলাকা নির্বাচন বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

ঘ) সমবায়ের মাধ্যমে উন্নতজাতের গাভী পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক কর্মসূচী : জুলাই/২০১৫ খ্রি. হতে জুন/২০১৭ খ্রি. মেয়াদে কর্মসূচীটি বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ৬৫.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ৬০ টি প্রশিক্ষণ কোর্স, ২ টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে এবং ২৫টি বকনা ও ২টি ষাড় ক্রয় করা হয়েছে।

ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি :

ক) যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রদান।

খ) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক চিহ্নিত ৪ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ ০৮টি বিভাগে ২৮ টি উপজেলায় রেপ্লিকেটিং করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আরো ২৬ টি উপজেলা/ জেলায় ১৬ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাইলট আকারে বাস্তবায়নাধীন।

গ) সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ (SPS) আওতায় প্রাথমিক সমবায় সমিতির নিবন্ধন সহজীকরণ করে নিবন্ধন ক্ষমতা জেলা সমবায় অফিসারের পরিবর্তে উপজেলা সমবায় অফিসারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

ঘ) সমবায় সমিতির নিবন্ধন সেবা অনলাইন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঢাকা জেলার মেট্রোপলিটন এলাকায় ১২টি থানায় এ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ঙ) সমবায় সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত একটি এ্যাপস "সমবায় অধিদপ্তর" নামে চালু করা হয়েছে,যা সমবায় অঙ্গনে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠির মতামত তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

চ) সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন পাইলটিং ও রেপ্লিকেটিং উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো নিয়ে শো-কেসিং বা উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ছ) উদ্ভাবনী সংস্কৃতি বিস্তারের লক্ষ্যে ৮ জন উদ্ভাবককে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে।

জ) উদ্ভাবন কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ Best Innovation Policy Support ক্যাটাগরীতে সমবায় অধিদপ্তর স্যোসাল মিডিয়া ইনোভেশন পুরস্কার অর্জন করেছে।

ঝ) সমবায় বার্তা, নিউজ লেটার ও কো-অপারেশন জার্নাল নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

ঞ) আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যমেলা, কৃষি প্রযুক্তি মেলায় অংশগ্রহণ।

ট) ০১/০৪/১৭ হতে ০৫/০৪/১৭ পর্যন্ত আইপিইউ সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় সমবায় পণ্য প্রর্দশনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস ও জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪ :

০৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা দেশব্যাপী ৪৫ তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হয়েছে। দিবসের কেন্দ্রিয় কর্মসূচীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪ এর পুরস্কার প্রাপ্ত ৫ জন শ্রেষ্ঠ সমবায়ী এবং ৫ টি শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস ও জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪ এর কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি



৪৫ তম জাতীয় সমবায় দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।



৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্রেষ্ট উপহার দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি।



৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪ এর পদক বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ।



৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নিকট হতে পুরস্কার নিচ্ছেন জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪ এর শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্ত সবুজমতি ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সমবায় সমিতির সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী,এমপি ।



জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪ এর পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায়ীদের সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৪.১.১ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মিল্ক ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য অর্জন সমূহ

- মিল্ক ইউনিয়নের তরল দুধ সংগ্রহের লক্ষমাত্রা ছিল ৬৮৯.০০ লক্ষ লিটার এবং সংগ্রহের পরিমান ছিল ৬৮২.০০ লক্ষ লিটার যা লক্ষমাত্রার শতকরা ৯৮.৯৮ ভাগ;
- মিল্ক ইউনিয়নের সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষমাত্রা ছিল ২৫০০ টি এবং সমিতি গঠন করা হয় ২৪৮৫ টি যা লক্ষমাত্রার শতকরা ৯৯.৪০ ভাগ;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত মিল্ক ইউনিয়নের প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা সংগ্রহের লক্ষমাত্রা ছিল ১.২৮ লক্ষ এবং অর্জন ১.২৪৫ লক্ষ যা লক্ষমাত্রার শতকরা ৯৭.২৬ ভাগ;
- দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণের লক্ষমাত্রা ছিল ৫৪.৬৫ যা শতভাগ অর্জিত হয়েছে;
- পাস্তুরিত তরল দুধ বিপণনের পরিমাণ ছিল ৬১৪.০০ লক্ষ, ঘি ২.৫০ লক্ষ কেজি, মাখন ২.৪৩ লক্ষ কেজি, গুড়ো দুধ (ননীযুক্ত ও ননীবিহীন) ১.৬৩ লক্ষ কেজি, মিষ্টি দই ও টক দই ১.১৭ লক্ষ কেজি, ফ্লেভার্ট মিল্ক ৩.৭০ লক্ষ প্যাকেট, রসমালাই ০.৯২ লক্ষ কেজি, আইসক্রিম ২.২২ লক্ষ লিটার, চকোবার ও ললিস ২.১৫ লক্ষ পিছ, বার্ষিক মুনাফার পরিমাণ ছিল ৬০৬.০০ লক্ষ (অনিরীক্ষিত)।
- গোখাদ্য উৎপাদন ও নায্যমূল্যে বিতরণ পরিমাণ ছিল ৬২০.০০ মেট্রিক টন, সিমেন সংগ্রহ ও বিনামূল্যে বিতরণ পরিমাণ ছিল ১.২৩ লক্ষ ডোজ, ভ্যাইক্সিন, ঔষধ ক্রয় ও বিনামূল্যে বিতরণের পরিমাণ ছিল ২০০.০০ লক্ষ টাকা, উন্নত জাতের জাম্বু ঘাসের বীজ ক্রয় এবং বিনামূল্যে প্রদান করা হয় ১০.০০ মেট্রিক টন।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- চট্টগ্রাম জেলার পটিয়াতে দৈনিক ২০ হাজার লিটার তরল দুগ্ধ পাস্তুরিতকরণ করে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে বাজারজাত করার লক্ষ্যে "দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৭৬১.০০ লক্ষ টাকা (যার মধ্যে সরকারী ইক্যুইটি ৭৫% এবং মিল্কভিটার নিজস্ব তহবিল ২৫%) ব্যয়ে **"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন"** প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।
- ফরিদপুর জেলার চরাঞ্চলের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর দুধের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রায় ৪৩৪১৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় মিল্কভিটার অংশ গ্রহণে **''বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চলের গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, চারণ ভূমি সৃজন ও দুগ্ধের বহমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প''** হাতে নেওয়া হয়েছে। যাচাই কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে, পিইসি সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ চলছে।
- দারিদ্র বিমোচণ এবং নারীর ক্ষমতায় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ ও উন্নত জাতের গবাদিপশু লালন-পালনের সুবিধার্থে প্রায় ৩২৩৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে **"গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় মিল্কভিটা'র গবাদিপশুর ঔষধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন প্রকল্প''** কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- দুধের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাধুনিক Mid infra red প্রযুক্তির মিল্ক এনালাইজার আমদানী করা হয়েছে এবং দুধের গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- রংপুর জেলার বদরগঞ্জ, নীলফামারী জেলার জলঢাকা, লক্ষীপুর জেলার রামগতি, নোয়াখালী জেলার কম্পানীগঞ্জ, ভোলা সদর, গোপালগঞ্জ জেলার কোটলীপাড়া, বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট, কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী, রাজবাড়ী জেলার পাংশা এবং ঝালকাঠিতে নতুন দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম :

জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO)-এর কারিগরী সহযোগিতায় "Linking School Milking Feeding Programme" এর আওতায় মিল্কভিটা কর্তৃক সমবায়ী কৃষকদের সন্তান ও অন্যান্য গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষার্থীদের পুষ্টি উন্নয়ন, মেধা বিকাশ এবং স্কুল হতে অকালে ঝরে পড়া রোধ করতে এবং পড়াশোনায় অধিকতর মনযোগী হবার জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার ০৭ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং রোবো ব্যাংক ও ইউনিলিভার-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাস্তুরিত তরল দুধ বিনামূল্যে বিতরণের এক বছরব্যাপী শিক্ষার্থীদের মাঝে পাস্তুরিত তরল দুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। পরবর্তিতে জাতিসংঘের কৃষি খাদ্য সংস্থা (FAO)-এর আর্থিক সহায়তায় সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার ০৭ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে উক্ত কার্যক্রম শেষ হয়। এ ধরণের একটি সুন্দর কার্যক্রম যা শিক্ষার্থীদের মাঝে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তুলবে এবং সারাদেশে এ ধরণের কার্যক্রম বিস্তৃত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী বা ডোনার এজেন্সিসমূহ তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করলে মিল্কভিটা অচিরেই পার্শ্ববর্তী দেশ থাইল্যান্ড ও মিয়ানমারের ন্যায় "Linking School Milking Feeding Programme" কার্যক্রম চালু করতে সক্ষম হবে।

৪.১.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর দর্শন

দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করা।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর উদ্দেশ্যাবলী

- সমিতিসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা;
- বিজ্ঞান সম্মত ব্যবসায়িক নীতিমালা অনুযায়ী সমবায় সমিতি সমূহের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা;
- ঋণ গ্রহীতা কেন্দ্রীয় সমিতি ও অন্যান্য সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধন করা;
- সমগ্র বাংলাদেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- সম্ভাব্য উপায়ে সমবায় সমিতিসমূহের স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য উপদেশ ও সহায়তা প্রদান এবং কার্যক্রমের সমন্বয় করা;
- সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং সমিতির উপ-আইন মোতাবেক সমবায় সমিতিসমূহ এবং অন্যান্যদের সাথে ব্যাংকিং ব্যবসা করা;
- প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য সেই সমস্ত সমিতিকে অথবা তাদের ফেডারেশনের মাধ্যমে গুদামজাতকরণ, কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ এবং উৎপাদিত পণ্যের মজুদ রাখা ও বিক্রির ব্যাপারে ঋণ সহায়তা প্রদান করা;

সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা এবং উপ- আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ -এর কার্যাবলীঃ

- সুদসহ বা সুদ ব্যতিরেকে আমানত গ্রহণ, চেক, ড্রাফট, পেমেন্ট অর্ডার ইস্যু;
- বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যু, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, ডিবেঞ্চার, স্বর্ণালংকার বা স্বর্ণপিন্ড জামানত রেখে ঋণ প্রদান, যেকোন কনজিউমার ক্রেডিট পরিচালনা;
- ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ এবং অগ্রীমের বিপরীতে জামানত হিসেবে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্লেজ (Pledge), বন্ধক, হাইপোথিকেশন (Hypothecation) বা স্বত্বনিয়োগ (Assignment) গ্রহণ;
- উপযুক্ত জামানতের ভিত্তিতে ঋণ, কৃষি ঋণ, শষ্য ঋণ, শিল্প ঋণ ও অন্যান্য ঋণ এবং জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
- বিভিন্ন প্রকার ক্রেডিট কার্ড, রেডিক্যাশ কার্ড ইত্যাদি ইস্যু ও বাজারজাত করণ;
- হাউজিং/রিয়্যাল এষ্টেট ব্যবসা করা ও উহার বিপরীতে অর্থায়ন;

- ঋণ গ্রহণ, অর্থ গ্রহণ, যথাযথ জামানতের ভিত্তিতে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান, বিনিময় বিল, হুন্ডি, প্রতিশ্রুতিপত্র, ডিবেঞ্চার, কুপন, ড্রাফট, বহনপত্র, রেলওয়ে রশিদ, ওয়ারেন্ট সার্টিফিকেট, হস্তান্তর বা বিনিময়যোগ্য হউক বা না হউক এমন অন্যান্য দলিল, সম্পত্তি গ্রহণ, বিতরণ, ক্রয়, বিক্রয় ও সংগ্রহ এবং লেটার অব ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, সার্কুলার নোট, বিদেশী ব্যাংক নোটসহ বৈদেশিক মুদ্রা, ইস্যু, ক্রয় ও বিক্রয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা;
- শেয়ার, ডিবেঞ্চার ষ্টক, বন্ড, দায় সম্পত্তি নিদর্শনপত্র ও অন্যান্য দলিল গ্রহণ, ধারণ, কমিশন ভিত্তিতে প্রেরণ এবং উহাদের দায় গ্রহণ ও লেনদেন;
- ঋণ ও অগ্রিমের বন্দোবস্তা করা, সর্বপ্রকার বন্ড, স্ক্রিপ্ট ও মূল্যবান সামগ্রীর আমানত গ্রহণ বা উহাদিগকে নিরাপদ হেফাজত বা অন্যভাবে জমা রাখার জন্য গ্রহণ;
- সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ;
- সর্ব প্রকার গ্যারান্টি ও ইনডেমনিটি ব্যবসা পরিচালনা;
- ক্রয়, ইজারা, বদলা, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন;
- ট্রাষ্ট সম্পাদন এবং দায় পরিগ্রহণ এবং সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ট্রাষ্টি অথবা নির্বাহক হওয়া;
- যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ কোন ব্যাংকিং বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার গ্রহণ ও ধারণ;
- যে কোন সমবায় সমিতির ডিবেঞ্চার এবং ডিবেঞ্চার ষ্টক ইস্যু ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে উদ্যোগী হওয়া, চালু করা, বীমা করা, নিশ্চয়তা দেওয়া, অবিক্রিতগুলি ক্রয় করতে অঙ্গীকার করা এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে টাকা ধার দেওয়া;
- ব্যাংকের আয়ত্বাধীন যে কোন সিকিউরিটির টাকা আদায়ের সহায়তার জন্য অথবা ইহার সম্ভাব্য ক্ষতি অথবা দায় রোধ অথবা কমানোর জন্য ব্যাংক উপযুক্ত মনে করলে অথবা আয়ত্ব করতে সহজতর হলে যে কোন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের মাধ্যমে আয়ত্ব, ইজারা, ভাড়া এবং সম্পূর্ণ অথবা আংশিক দায় মিটানোর জন্য ব্যাংকের আয়ত্বাধীন সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় এবং বকেয়া অর্থ আদায় করতে পারবে;
- ব্যাংকের উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে ভবন/মার্কেট, নির্মাণ, সংস্কার, পরিবর্ধন বা উন্নয়ন;
- যে কোন সমবায় সমিতির এজেন্ট হিসেবে কাজ করা; এবং
- ব্যাংকের ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য আনুষাঙ্গিক ও সহায়ক অন্যান্য সকল বিষয় সম্পাদন;
- সমবায় সমিতি আইনে যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নিবন্ধিত সমবায় সমিতিগুলোকে ঋণ প্রদান করা।
- ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ প্রদান।
- সমবায় সদস্যদের মধ্য হতে ভবিষ্যতে উন্নয়নের সম্ভাবনাপূর্ণ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।
- আত্ম কর্মসংস্থানের নিমিত্তে সমবায়ী সদস্যদের ঋণ প্রদান করা ।
- মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষমতায়নের নিমিত্তে ঋণ সরবরাহ করা ।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলী

- ব্যাংকের কর্মকান্ডকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সনাতনী কার্যক্রমের সংস্কার ও সম্প্রসারণ;
- ব্যাংকের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন উৎসাহমূলক সুযোগ-সুবিধা প্রদান;
- সন্তোষজনক ঋণ আদায়ের জন্য পুরষ্কার প্রদান;
- সার্ভিস চার্জ/মুনাফার হার নিম্নতর পর্যায়ে রাখার মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় রাখা;
- সমবায়ীদের আত্মকর্মসংস্থান তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঋনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পুঁজি সরবরাহ করা।

- উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর লক্ষ্যসমূহ

- সমবায় সেক্টরে কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে এ সেক্টরের শীর্ষ অর্থ সরবরাহকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা;
- সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত যে কোন সময়োপযোগী কাজে সাড়া দেয়া;
- সমবায়ীদের নিকট বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা লাভ করা;
- প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক গ্রাম গড়ে তোলা;
- গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মাধ্যমে মানুষের আয় বাড়িয়ে হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনা এবং গ্রামের মানুষের শহর মুখী হওয়া কমানো;

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর অঙ্গীকার

- দেশ ও জাতির প্রতি;
- সদস্যের প্রতি;
- গ্রাহকের প্রতি;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি;
- সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতি;

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর সেবাসমূহ

চলতি হিসাব

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাধারণ লেনদেনের সুবিধার্থে চলতি আমানত হিসাব খোলাসহ ব্যাংকিং কার্য সময়ে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া এবং তোলার সুবিধা।

মুনাফা : চলতি আমানত হিসাব জমার উপর বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী কোন প্রকার মুনাফা প্রদান করা হয়না ।

সরকারী, আধা-সরকারী অথবা দাতব্য সংস্থার নামে পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব হতে কোন চার্জ আদায় করা হয় না।

সঞ্চয়ী হিসাব

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত টাকা লেনদেনের সুবিধার্থে সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সুবিধা পাওয়া যায়।

মুনাফা: সঞ্চয়ী হিসাবে জমা টাকার উপর প্রতিযোগীতামূলক হারে মুনাফা প্রদান করা হয়।

স্থায়ী আমানত হিসাব

বিভিন্ন মেয়াদে আকর্ষনীয় বিভিন্ন প্রকল্পে স্থায়ী আমানত জমা রাখার সুবিধা ।

মুনাফা: স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা টাকার উপর প্রতিযোগীতামূলক হারে মুনাফা প্রদান করা হয়।

MICR ইন্সস্ট্রুমেন্ট

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে নিরাপদভাবে লেনদেনের জন্য MICR (Magnetic Ink Character Recognition) Code আধুনিক সম্বলিত চেক/ডিডি/পে- অর্ডার ইস্যু করা হয়।

অটোমেটেট ক্লিয়ারিং হাউস

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউজের সদস্য পদ লাভ করে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে আমানতকারীগণ যাতে সারাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বল্প সময়ের ও

নিরাপদ লেনদেন করতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে BACH এর আওতায় BACPS ও BEFTN এর সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর বিনিয়োগ/ ঋণ সেবাসমূহ

স্বল্প মেয়াদী ঋণঃ ফসল/শস্য ঋণ

- আউশ, আমন, বোরো ঋণ;
- গম/আলু , রবি শস্য/শীতকালীন শাক-সব্জি ঋণ;
- ভূট্টা/পাট/গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জি ঋণ;
- ইক্ষু ঋণ;
- মধ্যম মেয়াদী ঋণ;
- গভীর নলকূপ ঋণ;
- অগভীর নলকূপ ঋণ;
- হস্তচালিত নলকূপ/রোয়ার পাম্প/ট্রেডল পাম্প ঋণ।

পশুপালন ও মৎস চাষ ঋণ :

- হালের গরু/মহিষ ক্রয় ঋণ;
- মৎস চাষ ঋণ;
- গরম্ন মোটাতাজাকরণ ঋণ;
- গাভীপালন /দুগ্ধ খামার ঋণ;
- ছাগল/ভেড়া খামার ঋণ;
- হাঁস মুরগী খামার ঋণ।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণ :

- কৃষি ভূমির উন্নয়ন ঋণ;
- সেচ/ কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ঋণ;
- হালের গরু/মহিষ ক্রয় ঋণ;
- সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ ঋণ;

অকৃষি ঋণ:

- ক্ষুদ্র ঋণ, মহিলা ও যুব কর্মসংস্থান ঋণ;
- সমবায় সমিতি অবকাঠামো উন্নয়ন ঋণ;
- সমবায় গৃহায়ন ঋণ;
- প্রকল্প ঋণ;
- স্বর্ণ আমানত ঋণ;
- ক্যাশ ক্রেডিট;
- পল্লী প্রকল্প ঋণ;
- কনজুমার্স ঋণ/পারসোনাল লোন (সরকারী ও আধাসরকারী চাকুরীজীবিদের জন্য)

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ঋণ সেবাসমূহ

স্বাধীনতার পর কৃষি সেক্টরে অন্যান্য অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিস্তৃত হলেও বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কৃষি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাপূর্বকালীন দেশের প্রথম ও একমাত্র ব্যাংক হিসেবে কৃষি সেক্টরে ঋণ সরবরাহ অব্যাহত রেখে আজও নিজস্ব ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। উল্লেখযোগ্য ঋণ খাতসমূহ :

কৃষি ঋণ

সমবায়ী চাষীদের চাহিদা অনুযায়ী আউষ, আমন, বোরো, শস্য, শীতকালীন শাক-সবজী উৎপাদন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, খামার ব্যবস্থাপনা ও কৃষি ভূমি উন্নয়ন এবং হালের বলদ, বীজ, সার, কীটনাশক, সেচযন্ত্র, ট্রাক্টরসহ বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে সর্বোচ্চ ০৬ মাসের জন্য স্বল্প মেয়াদী, ২ বছরের জন্য মধ্যম মেয়াদী ও ৫ বছরের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি ঋণ বার্ষিক ১০% সরল মুনাফায় বিতরণ।

প্রকল্প ঋণ কার্যক্রম

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত, ২০০২), (সংশোধিত,২০১৩) এর ২৬ ধারা অনুযায়ী ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য বিদ্যমান তিনস্তর বিশিষ্ট ঋণ দাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে সদস্য এবং সদস্য বহির্ভূত সমবায় সমিতির সদস্যগণকে সরাসরি বিভিন্ন প্রকল্পে (১৫% সরল মুনাফায়) প্রকল্প ঋণ বিতরণ করে থাকে। তাছাড়া পল্লীর সুবিধা বঞ্চিত ও হত দরিদ্র মহিলাদের বিশেষ সুবিধায় (১০% সরল মুনাফায়) ঋণ প্রদান করে তাদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা হয়।

বিভাগওয়ারী প্রকল্প ঋণ দাদন ও আদায়ের সারসংক্ষেপঃ
জুন, ২০১৭ ইং পর্যন্ত

(লক্ষ টাকার অংকে)

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	ঋণ দাদনের পরিমাণ	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	আদায়যোগ্য		আদায়		বকেয়া		আদায়ের হার
					আসল	এনাফা	আসল	মুনাফা	আসল	মুনাফা	
১	ঢাকা	৫১৬.৪০	৩২	১৩২০	২৪৯.৩০	৩৩.১৩	২০২.৭৮	২৪.৬৩	৭৩.২৯	৯.৫৭	৭৭.০০%
২	চট্টগ্রাম	৪৪.০০	০২	৮৮	১৬.১৮	৩.৬৪	১৬.১৮	৩.৬৪	০.০০	০.০০	১০০%
৩	রাজশাহী	৫০৩.৫৫	২৬	১০৯২	৪১১.৭৪	৬৭.৩৬	২৫৩.৫৭	৪২.৮৮	১৫৮.১৭	২৪.৪৮	৬১.৮৭%
৪	খুলনা	১৪৮.৯০	১০	৩৬০	১৩২.৫০	২৯.১৩	৪৩.৪২	১৪.৯৪	৮৯.০৮	১৪.১৯	৩৬.০০%
৫	বরিশাল	১৪.২৫	০২	৩৬	১৪.২৫	২.৯৫	৭.০৬	১.৭৮	৭.১৯	১.১৭	৫০.০০%
৬	রংপুর	৩১৫.৯০	১৫	৬৯৪	২৭৮.৩৯	৬০.২১	১৬৪.৭৬	২৮.৭১	১১৩.৬৩	৩১.৫০	৬০.০০%
৭	সিলেট	৪৫.১৫	০৬	১১৩	৪০.১৫	১১.৪১	২৭.৬৩	৪.৫২	১২.৫২	৬.৮৯	৬২.০০%
৮	ময়মনসিংহ	১৯৪.০০	১৭	৪৩০	১১৪.৩৩	২১.৫১	৭৯.৯৫	১৮.০৫	৩৪.৩৮	৩.৪৬	৭০.০০%
	সর্বমোট ঃ	১৭৮২.১৫	১১০	৪১৩৩	১২৫৬.৮৪	২২৯.৩৪	৭৯৫.৩৫	১৩৯.১৫	৪৮৮.২৬	৯১.২৬	৬৪.৮৫%

কনজুমার্স ঋণ :

সীমিত আয়ের সরকারী / আধা-সরকারী পেশাজীবিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা এবং গৃহাস্থলী কর্মে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, ভোগ্যপন্য ক্রয়ের সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্য নিয়ে কনজুমার্স ঋণ চালু করা হয়েছে। এ ঋণের মুনাফার হার ১৫% (সরল মুনাফা)। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কনজুমার্স ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১৪৬ জন এবং ঋণ দাদনের পরিমাণ ৩৬৭.৫০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত কনজুমার্স ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ২২৬৫ জন এবং ঋণ দাদনের পরিমান ৩৮৬২.৮০ লক্ষ টাকা । ঋণ আদায়ের হার ৯৫.১৫%।

পারসোনাল লোন :

সরকারী প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে (যেমনঃ গৃহ সাজসজ্জা/মেরামত, চিকিৎসা, শিক্ষা, মটরযান ক্রয়, বিবাহ সংক্রান্ত) সহজ শর্তে পার্সোনাল ঋণ চালু করা হয়েছে। এ ঋণের মুনাফার হার ১৫% (সরল মুনাফা)। এ ঋনের ঋণ সীমা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা থেকে ৫,০০,০০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা । ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পার্সোনাল ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১২৭৩ জন এবং ঋণ দাদনের পরিমান ২৯৯০.৫০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত পার্সোনাল ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১২৮৮ জন এবং ঋন দাদনের পরিমান ৩০৪৭.৫০ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৯৬%।

স্বর্ণ আমানত ঋণ :

ব্যাংকের এর কার্যক্রম সম্প্রসারন, ঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারের মাধ্যমে সরাসরি সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে স্বর্ণ আমানত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ঋণ

দাদনের পরিমান ২২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩০০ শত টাকা ঋণ দাদন করা হয়েছে। ৩০-০৬-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত এ ঋণের স্থিতি ৫২,২৪,৬৯,৫০০/- টাকা ও গ্রাহক সংখ্যা ৫৬৩৯ জন। ১% বীমা সহ এ ঋণের মুনাফার হার ১৮% (সরল সুদ)।

সমবায় সমিতি অবকাঠামো উন্নয়ন ঋণ :

সময়োপযোগী কর্মসূচি না নেয়ার ফলে বিপুল সম্পদের (জমি, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা) মালিক হওয়া সত্ত্বেও কতিপয় প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতি বর্তমানে অকার্যকর থাকায় এবং উক্ত সম্পদসমূহের সঠিক ব্যবহার না হওয়ায় কোথাও কোথাও এক শ্রেণীর অসৎ ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠী/ব্যক্তি এসব সম্পত্তি জবর দখল করে নিচ্ছে। সমবায়ের সম্পদ সমবায়ীদের স্বার্থে রক্ষা, রুগ্ন ও অকার্যকর সমিতিগুলোকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় আগ্রহী সমবায় প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ১৫% সরল মুনাফায় দীর্ঘ মেয়াদী অবকাঠামো উন্নয়ন ঋণ বিতরণ করা হয়।

মহিলা ঋণ :

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী হলেও সমবায় সমিতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি মোট সমবায়ীর মাত্র ১৮ শতাংশ। এ সকল নারী কৃষিসহ প্রায় প্রতিটি উৎপাদন কর্মে নারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। নারী উদ্যোক্তাগণ অপেক্ষাকৃত দক্ষ, লেনদেনে অধিকতর সৎ ও নিষ্ঠাবান হওয়ায় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ হতে নারী সমবায়ীদের কর্মসংস্থানের জন্য আগ্রহী মহিলা সমবায় সমিতিতে বার্ষিক ১০% সরল মুনাফায় ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ০৪টি মহিলা সমবায় সমিতিতে ১৫০ জন মহিলা সদস্যের মাঝে ৫৭ লক্ষ টাকা দাদন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২২টি মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৬৮৯ জন মহিলাকে ২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ঋণ দাদন করা হয়।

সমবায় গৃহায়ন ঋণ :

২০১৫ সালের মধ্যে সকল মানুষের জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা বর্তমান সরকারের অন্যতম রাজনৈতিক অঙ্গীকার। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠার কারণে নগরগুলো প্রতিনিয়ত বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের ব্যবধান কমিয়ে আনতে এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায় ভিলেজ গড়ে তোলার জন্য আগ্রহী সমবায় সমিতিকে বার্ষিক ১৫% সরল মুনাফায় ঋণ বিতরণ করা হয়।

২০১৬-২০১৭ সময় কালের বিভিন্নমুখী সেবা ও কর্মকান্ড :

ঋণ বিতরণ ও আদায় :

বিগত এক বছরে কৃষি ও অকৃষি ঋণ খাতে মোট ৮০৬৮.৩১ লক্ষ টাকা বিতরণ ও ৫৯৭০.৩৪ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরে একই সময়ে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৬৪২০.৪১ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৬৩৪১.৭৮ লক্ষ টাকা।

খেলাপী ঋণ আদায় ও মামলা নিষ্পত্তি :

ঋণ গ্রহীতা বিভিন্ন সমিতির সঙ্গে খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন মামলা চলমান রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের শুরুতে মানিজারী/রীট/সিভিল মামলার সংখ্যা ছিল ২৭টি। যেহেতু ঋণ খেলাপী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সকলেই আমাদের সদস্য শেয়ার হোল্ডার প্রতিষ্ঠান সেহেতু বিগত বছরের ন্যায় আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে দ্বি- পাক্ষিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আরও ০৩টি মামলা নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তাদের নিকট হইতে আদায়কৃত আরও ২.৫০ লক্ষ টাকা সহ মামলাভুক্ত সমিতি হতে মোট আদায়ের পরিমান ৭৭.৮৩ লক্ষ টাকা। বর্তমান অর্থবছরে আরও ০৫টি মামলা দায়ের হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২টি।

ব্যবসা ও পরিচালনাগত কার্যক্রম :

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের তুলনায় বাজেটে ঋণ খাতে বিনিয়োগের অনুমোদনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হলেও বকেয়া ঋণ ও পাওনা মুনাফা ফেরত দেওয়ার পরিমাণ কম যার ফলে এ খাতে বছরের শেষে পাওনা স্থিতি বেড়েই চলছে। অপরদিকে, আমানত সংগ্রহের পরিমাণ বাড়লেও শেয়ার বাজারসহ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মন্দা থাকার কারণে স্থিতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর
নগদ প্রবাহ বিবরণী
০১-০৭-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৬ পর্যমন্ত

বিবরণ		নোট	৩০-০৬-১৭	৩০-০৬-১৬
পরিচালনা কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ				
১.	ভোক্তাদের নিকট হতে নগদ গ্রহণ	২৬	৭০,৪০,৬৮,৯৬২.২৩	**৬৩,৩৫,৬৬,৫৫৩.২৬**
২.	চলতি বছরের আদায়	২৭	৫৯,৭০,৩৩,৮৭৩.০২	৬২,৫৯,২৬,১১৭.৮১
৩.	অন্যান্য পরিচালনা কার্যক্রম হতে নগদ গ্রহণ	২১	২,২৫,৬৭,৫৩৯.৮৭	২,৪৪,২০,২৪২.৯৬
৪.	ব্যাংকের সুদ হিসাবে নগদ গ্রহণ	২০	৩১,৮০,৭৮,৮২৯.০৯	২৩,৪৩,১৭,২৪১.৫৪
৫	অন্যান্য চলতি দায়	২৯	৯৪,৭৪,৭১৫.২৪	২১,৫৪,৩৬,৮৬৯.৪৭
	মোট সমষ্টিগত নগদ গ্রহণ		১৬৫,১২,২৩,৯১৯.৪৫	১৩০,২৭,৯৩,২৮৬.১০
	বাদঃ			
	ব্যয়সমূহঃ			
১.	সাপ্লাইয়ার, কন্ট্রাক্টর ও কর্মচারীদেরকে নগদ প্রদান	২৩	১৬,৪২,৯৫,৬৬৬.৯৮	(১৩,৪৬,৫১,৪৬৯.৬২)
২.	আর্থিক খরচ	২২	৪,৪৪,২৩,০২৩.১৪	(৩,৬৪,৪৫,৩৭৪.৭৩)
৩.	অন্যান্য চলতি সম্পদ	২৮	২২,৪৩,১৩৯.৭৫	(-৬৬,৬৭,৯২৭.০৬)
	মোট নগদ প্রদান		২১,০৯,৬১,৮২৯.৮৭	(১৬,৪৪,২৮,৯১৭.২৯)
(ক)	পরিচালনা কার্যক্রম হতে নীট নগদ আমন্মঃ প্রবাহ/(বহিঃপ্রবাহ)		১৪৪,০২,৬২,০৮৯.৫৮	১১৩,৮৩,৬৪,৩৬৮.৮১
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ				
১.	বিনিয়োগ বৃদ্ধি/হ্রাস	২৫	৮০,৬৮,৩০,৯৭০.০০	(৯৪,৭৬,০৮,৭৫২.০০)
২.	স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়/বিক্রয়	২৪	৯,৯৮,৮৮,৩৪৩.৪৮	(৯,৫২,৫০,৪৯৯.০০)
৩.	ক্যাপিটাল ওয়ার্ক ইন প্রসেস			
(খ)	বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নীট আমন্মঃপ্রবাহ/(বহিঃপ্রবাহ)		৯০,৬৭,১৯,৩১৩.৪৮	(১০৪,২৮,৫৯,২৫১.০০)
আর্থিক কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ				
১.	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ হতে নগদ গ্রহণ			
২.	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ফেরত প্রদান			
৩.	সদস্যদের নিকট হতে জমা/শেয়ার মানি বাবদ		৪৪,৬৯,৪৭৫.০০	৫৯,২৪,৮৮৯.০০
৪.	সদস্যদেরকে ফেরত প্রদান/লভ্যাংশ		৮২,১৮,০০৭.০০	(১,০২,৯৬,৮৪৯.০০)
৫.	অন্য ব্যাংকে জমা	১২	৯,৯২,৮৮,৭৬৬.৬৭	২৮,০২,৫৮,৫৩৬.২৭
(গ)	আর্থিক কার্যক্রম হতে নীট আমন্মঃপ্রবাহ/(বহিঃপ্রবাহ)		৯,৫৫,৪০,২৩৪.৬৭	**২৭,৫৮,৮৬,৫৭৬.২৭**
(ঘ)	নীট নগদ আমন্মঃপ্রবাহ/বহিঃপ্রবাহ (ক+খ+গ)		৬২,৯০,৮৩,০১০.৭৭	৩৭,১৩,৯১,৬৯৪.০৮
(ঙ)	প্রারম্ভিক নগদের পরিমাণ		৩৩২,৬২,৫৫,৬৭৩.৩১	**২৯৫,৪৮,৬৩,৯৭৯.২৩**
	সমাপনী নগদের পরিমাণ (ঘ+ঙ)		৩৯৫,৫৩,৩৮,৬৮৪.০৮	**৩৩২,৬২,৫৫,৬৭৩.৩১**

আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লাভ-ক্ষতি হিসাব

১.০ কর্পোরেট পরিচালনা (আয়)

বিবরণ		৩০-০৬-১৭	৩০-০৬-১৬
(ক) ঋণ ও অগ্রীমের উপর মুনাফা (সদস্য)			
কৃষি ঋণের মুনাফা		১,১৮,৮৭,২৯৮.০০	**১,২১,৫১,৭৪৬.০০**
প্রকল্প ঋণের মুনাফা		১,৪৭,০০,০১৪.০০	১,১৯,৩২,৪৮৫.০০
স্বর্ণ বন্ধকী ঋণের মুনাফা (মেম্বার)		৯,৪৮,৭৩,৯৯২.০০	১,৬১,৫৯,৫৫৯.০০
অন্যান্য খাতে মুনাফা (নিজস্ব তহিবল)		-	-
কৃষি ঋণের দন্ড মুনাফাঃ		৩,৬৩,৬৩২.০০	৬,১৩,৮২৪.০০
প্রকল্প ঋণের দন্ড মুনাফাঃ		-	২,১৭৪.০০
(i) কনজুমার্স ক্রেডিট ঋণের মুনাফাঃ		৩,৫০,৭৫,৪৩০.০০	১,৫৭,৮১,৯৯১.৮৭
(ii) কনজুমার্স ক্রেডিট ঋণের দন্ড মুনাফাঃ		২,২৩,৮৮৬.০০	৫৪,১৪৯.০০
(iii) পারসোনাল লোনের মুনাফাঃ		১,৬৯,৯১,৫৮২.০০	৩,৭৫০.০০
(i) পারসোনাল লোনের মুনাফাঃ		৫৩,৪৮০.০০	
অন্যান্য খাতে দন্ড মুনাফা (নিজস্ব)		-	-
স্বর্ণ আমানতের মুনাফাঃ		৯,৫৮,৩৫,০৬০.০০	১১,২১,৯৪,৮৪৯.০০
মোট		২৭,০০,০৪,৩৭৪.০০	১৬,৮৮,৯০,১৭৯.৮৭

১.০১ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ঋণের উপর মুনাফা

কর্মচারীদের মোটর সাইকেল অগ্রিমের মুনাফাঃ		১,৯১,৩৭০.০০	১,২৭,৪০৮.০০
কর্মকর্তাদের কম্পিউটার অগ্রিমের মুনাফাঃ		৯৯,০১৬.০০	৪৫,৩০৫.০০
কর্মকর্তাদের গৃহ নির্মান অগ্রিমের মুনাফাঃ		৩,১৮,৭১,৯৫৯.০০	২,৩৯,৮৯,১৪১.০০
মোটঃ		৩,২১,৬২,৩৪৫.০০	২,৪১,৬১,৮৫৪.০০
১.০২ (গ) জমাকৃত আমানতের উপর মুনাফা			
স্থায়ী আমানতের উপর মুনাফাঃ		৯০,০৫,২৪৬.৫১	৩,৫০,৬০,৮২৭.২২
বিশেষ ও অন্যান্য আমানতের উপর মুনাফাঃ		১৫,৮৩,১২২.৩৬	৪৩,৬৭,০০০.৭২
আগারগাঁও বুথের মুনাফাঃ		৫৩,২৩,৭৪১.২২	**১৮,৩৭,৩৭৯.৭৩**
মোটঃ		১,৫৯,১২,১১০.০৯	**৪,১২,৬৫,২০৭.৬৭**
*** সর্বমোট মুনাফা আয়ঃ**		৩১,৮০,৭৮,৮২৯.০৯	**২৩,৪৩,১৭,২৪১.৫৪**

২.০ * অন্যান্য পরিচালনা আয়ঃ-

বিবরণ		৩০-০৬-২০১৭	৩০-০৬-২০১৬
বাড়ী ভাড়া আদায়ঃ		১,৫৩,১২,৬৪৯.৯৬	১,৫০,৪৬,৮৭৩.৯৬
বিদ্যুৎ বিল আদায়ঃ		১৮,২১,৫২৮.০০	১৮,২২,৮৪৯.০০
আদায়যোগ্য জেনারেটর চার্জ		৮,৫৮,৭৯০.০০	৮,৬২,৭৫২.০০
ইন্সিডেন্টাল চার্জ আদায়ঃ		৯৩,১৪৩.০০	৯৮,১১৫.৪২
ভর্তি ফিস আদায়ঃ		-	-
কমিশন ও ব্রোকারেজঃ		৯৬০.০০	৭৬০.০০
শেয়ার লভ্যাংশঃ		১৬,৭০,৩৯১.৯১	১৮,০৮,৪৯৯.২০
নিজস্ব গাড়ী ভাড়া প্রাপ্তিঃ		৭,১৬৮.০০	১৮,৭০১.০০
পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন আদায়ঃ		৩,৩৯,৪৪২.০০	৪,২৬,৫১৫.০০
বিবিধ আদায়ঃ		২৯,৫৩৭.০০	২৩,৭৩,৯২৪.৩৮

সার্ভিস চার্জঃ		-	-
স্বর্ণ পরীক্ষার ফিঃ		৮,১৭,৪০০.০০	৯,২৩,৮০০.০০
বীমা পলিসিঃ		১,৭১,৩৯৫.০০	১,৪১,১৮৩.০০
কনজুমার্স ক্রেডিট প্রসেসিং ফিঃ		৩৪,৫০০.০০	৮,৫৭,৩০০.০০
পারসোনাল লোনের প্রসেসিং ফি		১৪,০৯,০০০.০০	৩৭,৫০০.০০
নিকাশ ঘরের লেন-দেন চার্জঃ		১,৩৯৫.০০	১,৪৭০.০০
ডি.পি. এস পুনঃ চালুকরণ ফি		১২০.০০	-
মোটঃ		২,২৫,৬৭,৪১৯.৮৭	২,৪৪,২০,২৪২.৯৬

উদ্বৃত্তপত্র (সম্পত্তি ও পাওনাসমূহ)

৩.০ * স্থায়ী সম্পদ

বিবরণ	৩০-০৬-১৬	চলতি সংযোজন	চলতি বিয়োজন/ সমন্বয় অবচয়	৩০-০৬-১৭
ভূমি	৭৫,৪৫,৬১,৭২৯.৬৪	১,৩০,৮৩,৩৪৮.৮৮	-	৭৬,৭৬,৪৫,০৭৮.৫২
দালান	১৬,৫৮,৪১,১৯৯.০০	৮,৪৩,২৭,১১৪.৬০	-	২৩,৮৯,০৫,৬৩১.৬০
মটরগাড়ী	৭২,৩৫,৫৮৯.০০	-	-	৫৭,৮৮,৪৭০.০০
আসবাবপত্র ফিটিং	৩১,৩৯,২১২.০০	১,৩৯,৭৫০.০০	-	২৯,১০,৬০৯.০০
মেশিনারিজ	৯১,৪২,৮৬৪.০০	২১,৬৪,৯৫০.০০	-	৯২,৮৩,৮৮৪.০০
অফিস সরঞ্জাম	১১,৭৮,৯১২.০০	১,৬৭,০০০.০০	-	১১,৪৩,৬৮৮.০০
সমবায় ভবনের লিফট	৭৮,১৪,০০০.০০	-	-	৭৮,১৪,০০০.০০
লাইব্রেরী	১,৬২,০৫২.৭৯	৬,১৮০.০০	-	১,৬৮,২৩২.৭৯
সর্বমোটঃ	৯৪,৯০,৭৫,৫৫৮.৪৩	৯,৯৮,৮৮,৩৪৩.৪৮	-	১০৩,৩৬,৫৯,৫৯৩.৯১

৪.০ * বিনিয়োগঃ

বিবরণ	৩০-০৬-১৬	চলতি সনে জমা	উত্তোলন	৩০-০৬-১৭
জাতীয় প্রাইজবন্ড	--	২৫,০০০.০০	১৮,০০০.০০	৭,০০০.০০
বিসিসি শেয়ার	৩,৭৩৭.৫০	-		৩,৭৩৭.৫০
বাংলাদেশ ব্যাংক শেয়ার	৫৬,৮৭৫.০০	-		৫৬,৮৭৫.০০
বিভিন্ন সমবায় সমিতির শেয়ার	১৫,৫১,০০০.০০	-		১৫,৫১,০০০.০০
পদ্মা অয়েল/জয়েন্ট স্টক কোঃ	২৯,৫১,১৮৬.৫০	-		২৯,৫১,১৮৬.৫০
পূবালী ব্যাংক	২৪,৬৬,৪৫০.০০	-		২৪,৬৬,৪৫০.০০
পোষ্ট অফিস সেভিং	১০০.০০	-		১০০.০০
সর্বমোটঃ	৭০,২৯,৩৪৯.০০	২৫,০০০.০০	১৮,০০০.০০	৭০,৩৬,৩৪৯.০০

৪.১

বিবরণ	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের টাকার পরিমাণ	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের টাকার পরিমাণ
ঋণ পাওনা	**২১০,৮০,৬৮,০৬২.৫৭**	২৩১,৭৮,৬৫,১৫৯.৫৫
মুনাফা পাওনা	**১৪২,৪৩,৬৬,২৯৪.৭৭**	১৫৩,৩৫,০১,৯০১.৮৯
সর্বমোট=	**৩৫৩,২৪,৩৪,৩৫৭.৩৪**	৩৮৫,১৩,৬৭,০৬১.৪৪

৫.০ নগদ ও ব্যাংকে জমা

হিসাবের নাম	৩০-০৬-১৬	চলতি বৎসর জমা	উত্তোলন	৩০-০৬-১৭
মজুত তহবিল হিসাব	১,২০,৬৫,৮০৬.০০	৮২,৭৯,৫৯,২৬৫.০০	৮২,৫৬,১৩,৩৬৬.০০	১,৪৪,১১,৭০৫.০০
চলতি আমানত হিসাব	২,৬০,৯১,২০৮.৭৮	৬৩,২৩,১৯,৮০১.০৯	৬২,০০,১১,৪৬৯.৩১	৩,৮০,৩৮,৪৯৭.৫৬
SNTD A/C	**৩,২১,০১,৫২১.৪৯**	৪৯,২৫,৯৪,৫৯৪.৭৬	৪৭,৭৮,৫৭,৫৫২.১৪	৪,৬৮,৩৮,৫৬৪.১১
স্থায়ী আমানত হিসাব	২১,০০,০০,০০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০	২৪,০০,০০,০০০.০০	-
সর্বমোট	২৮,০২,৫৮,৫৩৬.২৭	১৯৮,২৮,৭৩,৬৬০.৮৫	২১৬,৩৮,৪৩,৪৩০.১৪	৯,৯২,৮৮,৭৬৬.৬৭

৬.০ সদস্যদের জমাসমূহ ও অন্যান্য হিসাবঃ

ক্রঃ	বিবরণ	৩০-০৬-১৬ ইং	এ বৎসর গ্রহণ	এ বৎসর প্রদান	৩০-০৬-১৭ইং
(ক)	চলতি জমা	৮৭,৮২,৭৫০.৮২	৩,২৯,৯৫,১৫৬.৬১	৩,৪২,৯৩,৩১৬.০০	১৪,৮৪,৫৯১.৪৩
(খ)	সঞ্চয়ী জমা	৪,৬৪,৬৫,৯৩৩.৪৯	৫২,৫৫,৩০,১০৮.৬২	৫০,৬৯,৫০,৫৮১.১৩	৬,৫০,৪৫,৪৬০.৯৮
(গ)	স্থায়ী আমানত (সাধারন)	৪,৫৮,৬৬,৪২৬.৭০	১৪,৫০,০৪,১৭৬.০০	৫,৫৬,৩৭,৭৯৮.০০	১৩,৫২,৩২,৮০৪.৭০
(ঘ)	'' '' (থ্রিপ্ট)	৩৫,১৬,৯৭৬.৯২	২,৭৮,৮৪৮.০০	৫১,৩৮৬.০০	৩৭,৪৪,৪৩৮.৯২
(ঙ)	স্থায়ী আমানত (শেয়ার) ও রিজার্ভ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের অন্যান্য দেয়	৫,৬৯,১৩৪.৫৩	৪৯,৬৮৮.০০	৮,৬৫৩.০০	৬,১০,১৬৯.৫৩
(চ)	স্থায়ী আমানত (শেয়ার ও রিজার্ভ ফান্ড)	৮৪,৭৭১.৬৯	৭,০৬৯.০০	১,২০৯.০০	৯০,৬৩১.৬৯
(ছ)	স্থায়ী আমানত (সরকারী অনুদান)	২,২৬,০৬৭.৫৭	১৮,৯৫৫.০০	৩,৪৪৪.০০	২,৪১,৫৭৮.৫৭
(জ)	চলতি জমা (Dev Loan)	৫,৮৩,৪৮৩.৪৪	৪৪,৯০৪.০০	৮,৯৩৬.০০	৬,১৯,৪৫১.৪৪
(ঝ)	বিশেষ জমা (উৎপাদন ঋণ)	১,৭৯,৯৭২.৫৯	-	-	১,৭৯,৯৭২.৫৯
(ঞ	'' '' (বাজারজাত ঋণ)	৬,৪৩,৯৬৪.০০	৫৯,০৬৪.০০	১০,৪১১.০০	৬,৯২,৬১৭.০০
(ট)	জমা (সমবায় সমিতির রিজার্ভ ফান্ড)	৪২৩.৯৯	-	-	৪২৩.৯৯
(ঠ)	বিশেষ (জমা)	৯৩,০৬৯.০৩	৪,২৩০.০০	৭৪৭.০০	৯৬,৫১২.০৩
(ড)	কর্মচারী সিকিউরিটি জমা	১,৯১,৪৯৬.০০	১৬,৭৮১.০০	১৫,৪৩২.০০	১,৯২,৮৪৫.০০
(ঢ)	সদস্য সমিতির সঞ্চয় জমা	৮৪,০০০.০০	-	-	৮৪,০০০.০০
(ণ)	ডিপোজিট পেনশন স্কিম	-	৫৯,৯৮২.০০	১৫৭.০০	৫৯,৮২৫.০০
	সর্বমোটঃ	**১০,৭২,৮৮,৪৭০.৭৭**	৭০,৪০,৬৮,৯৬২.২৩	৫৯,৬৯,৮২,১১০.১৩	২১,৪৩,৭৫,৩২২.৮৭

৭.০ ব্যাংকের মুনাফা হিসাবে নগদ গ্রহণঃ

বিবরণ	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬
কৃষি ঋণের মুনাফা	১,১৮,৮৭,২৯৮.০০	**১,২১,৫১,৭৪৬.০০**

প্রকল্প ঋণের মুনাফা	১,৪৭,০০,০১৪.০০	**১,১৯,৩২,৪৮৫.০০**
স্বর্ণ বন্ধকী ঋণের মুনাফা	৯,৪৮,৭৩,৯৯২.০০	**১,৬১,৫৯,৫৫৯.০০**
স্বর্ণ আমানত ঋণের মুনাফা	৯,৫৮,৩৫,০৬০.০০	**১১,২১,৯৪,৮৪৯.০০**
স্থায়ী আমানতের মুনাফা	৯০,০৫,২৪৬.৫১	**৩,৫০,৬০,৮২৭.২২**
বিশেষ ও অন্যান্য জমার মুনাফা	১৫,৮৩,১২২.৩৬	**৪৩,৬৭,০০০.৭২**
গৃহ নির্মাণ ঋণের মুনাফা	৩,১৮,৭১,৯৫৯.০০	**২,৩৯,৮৯,১৪১.০০**
মোটর সাইকেল ঋণের মুনাফা	১,৯১,৩৭০.০০	**১,২৭,৪০৮.০০**
কম্পিউটার ঋণের মুনাফা	৯৯,০১৬.০০	**৪৫,৩০৫.০০**
কনজুমার্স ক্রেডিট ঋণের মুনাফা	৩,৫০,৭৫,৪৩০.০০	**১,৫৭,৮১,৯৯১.৮৭**
পারসোনাল লোনের মুনাফা	১,৬৯,৯১,৫৮২.০০	**৩,৭৫০.০০**
শাখা/বুথ হতে মুনাফা	৫৩,২৩,৭৪১.২২	১৮,৩৭,৩৭৯.৭৩
মোট=	৩১,৭৪,৩৭,৮৩১.০৯	২৩,৩৬,৪৭,০৯৪.৫৪

৮.০ অন্যান্য পরিচালনা আয় বাবদ নগদ গ্রহণঃ

৮.১. কমিশন ও সার্ভিস চার্জ বাবদ আয়ঃ

হিসাব খাতের বিবরণ	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬
ইনসিডেন্টাল চার্জ	৯৩,১৪৩.০০	৯৮,১১৫.৪২
ক্লিয়ারিং চার্জ	১,৩৯৫.০০	১,৪৭০.০০
কনজিউমার ক্রেডিট ঋণের প্রসেসিং ফি	৩৪,৫০০.০০	৮,৫৭,৩০০.০০
পারসোনাল লোনের প্রসেসিং ফি	১৪,০৯,০০০.০০	৩৭,৫০০.০০
অন্যান্য সার্ভিস চার্জ	-	-
মোটঃ	১৫,৩৮,০৩৮.০০	৯,৯৪,৩৮৫.৪২

৮.২ বিবিধ আয়

হিসাব খাতের বিবরণ	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬
বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তি	১,৫৩,১২,৬৪৯.৯৬	১,৫০,৪৬,৮৭৩.৯৬
গাড়ি রিকুইজিশন ফি প্রাপ্তি	৭,১৬৮.০০	১৮,৭০১.০০
পানি ও পয়ঃনিষকাশন বিলের টাকা প্রাপ্তি	৩,৩৯,৪৪২.০০	৪,২৬,৫১৫.০০
ইলেকট্রিসিটি বিলের টাকা প্রাপ্তি	১৮,২১,৫২৮.০০	১৮,২২,৮৪৯.০০
জেনারেটর চার্জ	৮,৫৮,৭৯০.০০	৮,৬২,৭৫২.০০
গ্রাহকদের নিকট হতে বীমা প্রিমিয়াম আয়	১৭১,৩৯৫.০০	১,৪১,১৮৩.০০
শেয়ার লভ্যাংশ আয়	১৬,৭০,৩৯১.৯১	১৮,০৮,৪৯৯.২০
অন্যান্য আয়	২৯,৫৩৭.০০	২৩,৭৩,৯২৪.৩৮
স্বর্ণ পরীক্ষা	৮,১৭,৪০০.০০	৯,২৩,৮০০.০০
কমিশন ও ব্রোকারেজ	৯৬০.০০	৭৬০.০০
ডি.পি.এস. পুনঃ নবায়ন ফি	১২০.০০	
মোট=	২,১০,২৯,৩৮১.৮৭	২,২৫,৬৩,১০৫.৫৪
সর্বমোট পরিচালনা কার্যক্রম হতে নগদ গ্রহণ =	২,২৫,৬৭,৪১৯.৮৭	২,৪৪,২০,২৪২.৯৬

৯. স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়

৯.১ স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় হতে আয়

বিবরণ	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬

স্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি বিক্রয়	-	-
(+) অস্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি বিক্রয়	-	-
মোটঃ	-	০০
স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়	৯,৯৮,৮৮,৩৪৩.৪৮	**৯,৫২,৫০,৪৯৯.০০**

১০. ভোক্তাদের নিকট হতে নগদ গ্রহণ

	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬
চলতি আমানত হিসাব	৩,৩০,৪০,০৬০.৬১	৪,৫১,০৭,০৭৬.৯২
সঞ্চয় আমানত হিসাব	৫২,৫৫,৩০,১০৮.৬২	৫৪,৪৮,৫০,০২৪.৩৪
বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী আমানত হিসাব ও অন্যান্য	১৪,৫৪,৩৮,৮১১.০০	৪,৩৬,০৯,৪৫২.০০
ডিপিএস পেনশন আমানত	৫৯,৯৮২.০০	
মোটঃ	৭০,৪০,৬৮,৯৬২.২৩	**৬৩,৩৫,৬৬,৫৫৩.২৬**

১১.চলতি বছরে আদায়

বিবরণ	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬
বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ	৯৫,৫৬,১৪৮.০০	৮,৭৪,০৫,৮৮৬.০২
নিজস্ব তহবিল ঋণ (কৃষি, প্রকল্প, কনজুমার্স, পারসোনাল ও ষ্টাফ)	২৫,৪০,৪৭,০২৬.০২	১৫,৫৩,৮৫,৯২৪.৭৯
স্বর্ণ ও অন্যান্য	৩৩,৩৪,৩০,৬৯৯.০০	৩৮,৩১,৩৪,৩০৭.০০
মোট =	৫৯,৭০,৩৩,৮৭৩.০২	**৬২,৫৯,২৬,১১৭.৮১**

বিষয়সূচিঃ ব্যাংকের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ।

(কোটি টাকার অংকে)

ঋণের উৎস	অনুমোদিত ২০১৪-২০১৫	অনুমোদিত ২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের প্রসত্মাবিত ঋণ গ্রহণ সীমা
সরকার	৫০.০০	৫০.০০	২৫.০০
বাংলাদেশ ব্যাংক	২৫.০০	২৫.০০	১০.০০
পিকেএসএফ ও অন্যান্য দেশী-বিদেশী সংস্থা হতে	১০.০০	১০.০০	৫.০০
মোট=	৮৫.০০	৮৫.০০	৪০.০০

৪.২ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এর কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বার্ড কর্তৃক আয়োজিত বিএ-৬৩তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণার্থীকে এওয়ার্ড প্রদান করছেন।



সিরডাপ-এর ৩২তম টেকনিক্যাল কমিটির সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি



বার্ডে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আরডো'র ৩২তম টেকনিক্যাল কমিটির সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বার্ডের ক্রেস্ট প্রদান করছেন মহাপরিচালক, বার্ড



বার্ডে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আরডো'র ৩২তম টেকনিক্যাল কমিটির সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি মহোদয়ের সাথে সিরডাপভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হতে আগত টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যবৃন্দ



বার্ড-এর ৪৮তম পরিকল্পনা সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি



বার্ডের ৫০তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মশিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি



বার্ডে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত ১৩৪তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মাফরুহা সুলতানা



বার্ডের ৫০তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মাফরুহা সুলতানা



বার্ড সফরে আগত আইপিইউ সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দের একাংশ। সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দকে বার্ডের কার্যক্রম অবহিত করছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মু. মউদুদউর রশীদ সফদার



ঢাকায় বার্ড ও এমজেএফ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অনলাইন তথ্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালায়" প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন যথাক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব এন এম জিয়াউল আলম এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মাফরুহা সুলতানা



সূদানে অনুষ্ঠিত AARDO-র ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে বার্ড ও আর্ডোর যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি বার্ডে অনুষ্ঠিত International Training Workshop on "Achieving Sustainable Development Goals: Financial Inclusion and Rural Transformation" বিষয়ক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করছেন আর্ডোর সেক্রেটারী জেনারেল, বার্ডের মহাপরিচালক এবং মুলুনগুশি বিশ্ববিদ্যালয়, জাম্বিয়ার ভাইস চ্যান্সেলর



বার্ড ও আরডো-এর উদ্যোগে আয়োজিত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন: আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও গ্রামীণ রূপান্তর" বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরডো-এর সেক্রেটারী জেনারেলসহ উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ



বার্ডের ৫০তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নীতি নির্ধারণী বক্তব্য রাখছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মু. মউদুদউর রশীদ সফদার



বার্ডে "জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০১: পুনঃ পর্যালোচনা" বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি জনাব জালাল আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ ও সভাপতি জনাব মু. মউদুদউর রশীদ সফদার, মহাপরিচালক, বার্ড-এর সাথে আলোচকবৃন্দ



সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায় সাম্প্রতিক আকস্মিক বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ বিষয়ক গবেষণা : বিশম্ভরপুর উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামের দুর্গত মানুষের সাথে আলাপরত মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বার্ড গবেষকদল



বার্ডে রিসার্স হাইলাইটস বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয়ক (এসডিজি) জনাব আবুল কালাম আজাদ



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (বার্ড অংশ): সমন্বিত কৃষি খামারকরণের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার গ্রামীণ জনগণের জীবনমানের উন্নতি সাধন শীর্ষক প্রকল্পের সূচনা কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার



বার্ডের মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণের আওতায় গ্রামীণ নারীগণ নিজেদের গ্রামের সমস্যা চিহ্নিত করছেন।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (বার্ড অংশ): সমন্বিত কৃষি খামারকরণের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার গ্রামীণ জনগণের জীবনমানের উন্নতি সাধন শীর্ষক প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় সম্ভব্য সুফলভোগীগণের সাথে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অনুষদ সদস্যদের মতবিনিময়



বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ খামার প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ দুগ্ধ খামারীদের গো-খাদ্য তৈরি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

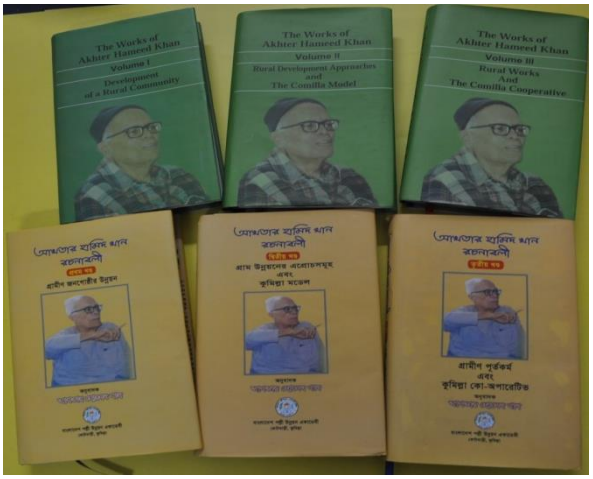

বার্ডের সাম্প্রতিক কিছু প্রকাশনা

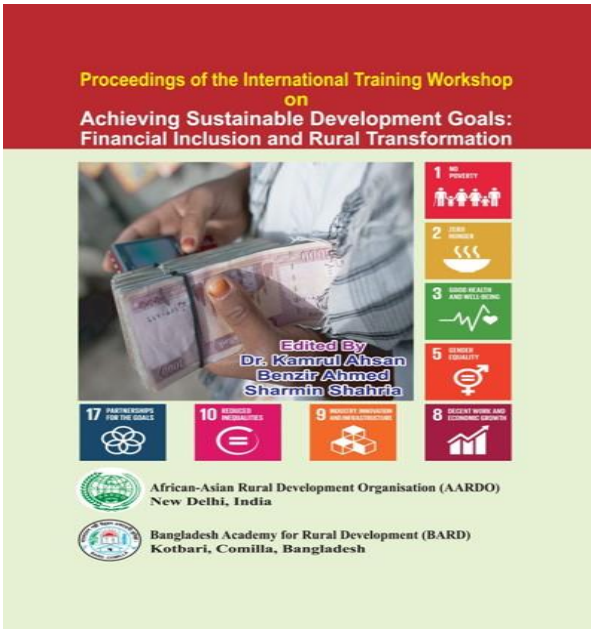

বার্ডের সাম্প্রতিক কিছু প্রকাশনা



বার্ডের সাম্প্রতিক কিছু প্রকাশনা

৪.২ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি



মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে বিআরডিবির ৪৬ তম বোর্ড সভা



জুলাই ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা



উঠান বৈঠক পাঁচকানিয়া সদর



মাঠদিবস পালন



বিভিন্ন ক্যাডার সর্ভিসের মৌলিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বিআরডিবিতে একদিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্স



কালিহাতি উপজেলায় আয়বর্ধক কর্মকান্ডে ব্যস্ত সদস্যবৃন্দ



নক্সীকাঁথা সেলাই প্রশিক্ষণ



বিআরডিটিআই একাডেমিক ভবন



বিআরডিটিআই লাইব্রেরি

বিআরডিটিআই অডিটোরিয়াম



সিরডাপ ইন্টার্নশিপ ছাত্র-ছাত্রীদের বিআরডিবিতে একদিনের ওরিয়েনটেশন প্রোগ্রাম



২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোর কয়েকটি মুহূর্ত



হবিগঞ্জ জেলায় ধান কাটায় ব্যস্ত কৃষকবৃন্দ



কাশিমনগর বিত্তহীন সমবায় সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে লীজ গ্রহণকৃত করাত কল।



সেচ সম্প্রসারণ পরিদর্শন



সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি



ময়মনসিংহে অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ



সেচ সম্প্রসারণ

৪.৪ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে দেশের দারিদ্রপীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে, গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কোন বিকল্প নাই। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে একাডেমী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে ১০নং আইনের দ্বারা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। একাডেমীর মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও এডভাইজারি সার্ভিসেস বা পরামর্শ সেবা প্রদান করা। একাডেমী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উল্লিখিত দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছে। বর্তমানে আরডিএ সুনির্দিষ্ট ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

একাডেমী ১৯৭৩-৭৪- হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৪৬৮৬টি ব্যাচে মোট ৪৮৮৭৬৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে পুরুষ ৩৩৪১৪৪ জন এবং মহিলা ১৫৪৬২২ জন। ২০১৬-১৭ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে একাডেমীর নিজস্ব, একাডেমীর বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মোট ১২৮টি কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ২০৫৭৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং এসকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১২৬৩৭ জন পুরুষ এবং ৭৯৩৬ জন মহিলা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭)

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা			প্রশিক্ষণ (জন দিবস)
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
১.	আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ	১৬২	৪৩০১	১৭০২	৬০০৩	১৯১৯৪
২.	উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ	৭৮	১৩০৮৬	৭৮৫২	২০৯৩৯	২৭৫৯২
৩.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	২৬	১১৫৪	৬০৪	১৭৫৮	৪৯২২৩
৪.	বিদেশী প্রশিক্ষণ	১৬	১৬	০	১৬	৫২১৩
৫.	সেমিনার/ওয়ার্কসপ	৪১	২৭২৪	৬৪০	৩৩৬৪	৫৭৪১
	মোট	৩২৩	২১২৮১	১০৭৯৯	৩২০৮০	১০৬৯৬৩

গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমীর মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লীবাসীর জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ করা গবেষণার মূল লক্ষ্য। এছাড়া, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরীতেও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা হয়। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকেও সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গবেষণার বিষয়সমূহ

- **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goal):** চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণ, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

- **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development):** ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন, ই-গভর্ন্যান্স, জেন্ডার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জন পরিসংখ্যান (Demography), লোক প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য।

- **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development):** শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পোল্ট্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ, নার্সারী/হোম গার্ডেনিং, পশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি, বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন, প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি অর্থনীতি, ইত্যাদি।

- **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development):** সামাজিক বনায়ন, নিরাপদ পানি, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পল্লী জ্বালানী, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, খরাসহিষ্ণু ফসলের বিভিন্ন জাত উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ, দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় লবণ সহিষ্ণু জাতের উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ ইত্যাদি।

  উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও অনুষদ সদস্যবৃন্দ গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতামূলক গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন।

একাডেমীর গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমী প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৪০৭টি গবেষণা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৯টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। নিচে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা উপস্থাপন করা হলো।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা

Sl. No.	Title of the Research Project	Researcher
1.	Local Environmental Exposure and Community Vulnerability to Climatic Hazards in Bangladesh (Journal)	Dr. Shaikh Mehdee Mohammad
2.	Mass Media, the Rights of Disabled People of Bangladesh: A	Dr. Mustak Ahmed

Sl. No.	Title of the Research Project	Researcher
	critical Overview (Journal)	Nusrat Jahan
3.	An Economic Study on Maize Production in some Selected Areas of Pabna District in Bangladesh (Journal)	Md. Moktar Hossain Md. Delwar Hossain Md. Saidur Rahman
4.	Changing pattern of rural livelihoods in Bangladesh: An impact study on the Hatikumrul–Bonpara Highway in Chalan Beel (Journal)	Dr. Shaikh Mehdee Mohammad Shaikh Shahriar Mohammad
5.	Evaluation of Capacity Development Course for Local Government Support Project: a Qualitative Study (Journal)	Tariq Ahmed Sarawat Rashid
6.	Project Risk Management in Housing Projects in Dhaka, Bangladesh (Journal)	M. R Jamal M. M Hossain M F H Khan
7.	Renewable Energy as a means of Rural Livelihood improvement in Bangladesh: An Experience of RDA (Journal)	M A Matin Md. Nazrul Islam Khan Samir Kumar Sarkar Md. Ferdous Hossain Khan
8.	Women's Empowerment through Seed Business under WISE project (Journal)	AKM Zakaria PhD Rebeka Sultana
9.	Socio-economic Impact Study of Micro Credit on Vulnerable Rural Poor at Sherpur Pouroshava: Experience from RDA-Credit Programme (Journal)	Md. Mazharul Anowar
10.	Problems and Prospects of E-health services for Rural Areas in Bangladesh	Asim Kumar Sarker Md. Rakibul Hoque
11.	Feasibility Study on Identifying Comprehensive Poverty Reduction Project for Kurigram District	MA Matin Mahmud Hossain Khan Nargis Jahan Dr. Mohammad Munsur Rahman Md. Nurul Amin Dr. Shaikh Mehdee Mohammad Muhammad Riazul Islam
12.	Feasibility Study on Identifying Comprehensive Poverty Reduction Project for Jamalpur District	MA Matin Mahmud Hossain Khan Dr. Md. Abdur Rashid Md. Ferdous Hossain Khan Sarawat Rashid Shaikh Shahriar Mohammad Shamal Chandra Howlader
13.	Feasibility Study on Establising Rural Development Academy in Khulna	MA Matin Mahmud Hossain Khan Md. Ferdous Hossain Khan Md. Assaduszzaman
14.	PGDRD Publication: Personal Development & Communication (PDC 501)	MA Matin and others
15.	PGDRD Publication: Fundamentals of Leadership & Team Building (LTB 504)	MA Matin and others
16.	PGDRD Publication: Business & Project Planning (BPP 509)	MA Matin and others
17.	PGDRD Publication: Basic Accounting (BAC 511)	MA Matin and others
18.	PGDRD Publication: Horticultural Crop (HCR 515)	MA Matin and others
19.	PGDRD Publication: Irrigation and Water Management (IWM 520)	MA Matin and others

প্রায়োগিক গবেষণা

একাডেমী, বগুড়া বিগত প্রায় তিন দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। একাডেমী গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের এ পর্যন্ত মোট ৩৯টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ২১টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এগুলির মধ্যে এডিপিভুক্ত ৬টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প, একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রদর্শনী খামারের ৮টি ইউনিট এবং ৭টি সেন্টার এর কার্যক্রম এর মাধ্যমে পরিচালিত কার্যকক্রম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সরকার চলতি অর্থ বছরে একাডেমীর মাধ্যমে ১২টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এডিপিভুক্ত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

১. যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।

২. আরডিএ খামার এবং ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন প্রকল্প।

৩. ''গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ'' সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

৪. পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

৫. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।

৬. জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প।

(১) যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি'র অর্থায়নে মে, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ মেয়াদী একটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কারিগরি সহায়তাধর্মী চলমান প্রকল্প। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনজীবনে মারাত্মক হুমকীর সৃষ্টি হচ্ছে। চরাঞ্চলগুলো নদী বেষ্টিত এবং মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যোগাযোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। চরের এই ভৌগলিক বিপর্যয় এবং মূল-ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ব্যাপক প্রভাব ফেলে যোগাযোগ, বাজার ব্যবস্থাপনা তথা চরগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর। তদুপরি, চরগুলো অনেকগুলি কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সম্ভাবনাকে আকড়ে ধরে আছে। যার ফলে চরগুলো শস্যভান্ডার হিসেবে খ্যাত। উৎপাদিত খাদ্য শস্যই স্থানীয় বাসিন্দাদের আয়ের অন্যতম উৎস এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্ম সংস্থানের নিরাপদ ক্ষেত্র। কিন্তু চরাঞ্চলে টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা না থাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যার্যমুল্য নিশ্চিত হচ্ছে না। ফলে দিন দিন চরবাসীদের চরম দারিদ্রতা, অনিশ্চয়তা এবং বিপর্যয়সহ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

M4C প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু জেলার চরে বসবাসকারীদের দারিদ্রতা ও বিপর্যয় হ্রাস করা। Chars Livelihoods Programme (CLP)-এর সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চর উৎপাদকদের কর্মকান্ডকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মোট ১০টি জেলার (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারি, টাঙ্গাইল এবং পাবনা) চরাঞ্চল।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৯২৬২.৮৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ৭৮৯৯.৮৫ লক্ষ; জিওবি-১৩৬৩.০০ লক্ষ)
জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৬২৫৬.৩৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৫৫৫৯.৮৫ লক্ষ; জিওবি-৬৯৬.৫০ লক্ষ)
চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৭০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৫০০.০০ লক্ষ; জিওবি-২০০.০০ লক্ষ)
চলতি অর্থ বছরের জুন২০ ,১৭ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৯৯.৮৮ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-১৮২.৬৩ লক্ষ; জিওবি-১৭.২৫ লক্ষ)

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

- চরাঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যের (ভূট্টা, মরিচ, পাট) উৎপাদন ও উৎকর্ষতা সাধনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে উন্নত জাত, উৎপাদন পদ্ধতি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ;
- মূল চরাঞ্চলের যোগাযোগ সুবিধা উন্নয়নে ঘোড়ার গাড়ী প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ উন্নয়নসহ কর্মসংস্থান;
- নদীর উভয় তীরে ভাসমান ঘাট সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি ও তা উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোক্তা সৃষ্টি; এবং
- দ্রুতগতিসম্পন্ন নৌকা তৈরীর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জীবিকায়নসহ চরের উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিতকরণ।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় উত্তরাঞ্চলের ১০টি জেলার চরাঞ্চলে সম্ভাবনাময় সর্বাধিক উৎপাদনক্ষম ০৭ টি কৃষি ফসলের (ভূট্টা, মরিচ, পাট, পিঁয়াজ, বাদাম, সরিষা, ধান) উৎপাদন, পরিচর্যাসহ হস্তশিল্পের উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারন।
- প্রকল্পের উদ্যোগে ৬টি কৃষি উপকরণ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সংগে চরবাসির প্রত্যক্ষ কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে মান সম্পন্ন কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি ও চাষাবাদ পদ্ধতি সম্প্রসারিত হয়েছে।
- ১,০০০ জন রিটেলার ও ৪২ জন চারা উৎপাদন ও বিক্রয়কারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ১১,৫০০ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৪১,৩৪৩ জন (মহিলা- ৪৩,০৪৭) কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- চরাঞ্চলের উপযোগী ফসলের উৎপাদন বিষয়ে ৫,০৩১ টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং ফলাফল প্রদর্শণের জন্য ১,১৫০ টি কৃষক মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে।





- চরাঞ্চলে মরিচ, সরিষা, বাদাম- এর বীজ উৎপাদনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং এর সহযোগী সংস্থা মসলা গবেষণা কেন্দ্র ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের সাথে মাঠ পর্যায়ে যৌথভাবে কাজ করা হয়।
- চরাঞ্চলে উন্নত পাট উৎপাদন ও পাট পচন পদ্ধতি সম্প্রসারণে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর প্রত্যক্ষ সহায়তায় যৌথভাবে কাজ করা হয়।

- চরাঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাণ গ্রুপের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়, ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত ২৫৯ মেট্রিক টন মানসম্মত আলু ও ১১০ মেট্রিক টন মরিচ ক্রয় করে এবং কৃষকদেরকে ব্যবসায়িক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাণ ৫টি কৃষি হাব চালু করেছে।
- প্রযুক্তি ও উপকরণ সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভূট্টার উৎপাদন একর প্রতি ৫ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮ টন এবং বাদামের উৎপাদন ১.২ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৪ টন হয়েছে। ৬২৩ মেট্রিক টণ বাদাম ও ২৬,১১২ মেট্রিক টন ভূট্টার বাজার নিশ্চিত হয়েছে যার বাজার মূল্য যথাক্রমে টাকা ৩৪২.৬৫ লক্ষ ও ৪১৭৭.৯২ লক্ষ মাত্র।
- প্রকল্পের সহায়তায় চরাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৫টি ফ্লোটিং ল্যান্ডিং ষ্টেশন, ২৮ টি মডেল নৌকা ও ১৮টি চরের গাড়ী হস্তান্তর ও এলজিইডির সহায়তায় ১৪টি যাত্রী ছাউনী ও ৬টি রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে স্থাপিত চর উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রকে (CDRC) একটি চর ভিত্তিক নলেজ সেন্টারে পরিনত করার লক্ষ্যে M4C ও RDA -এর যৌথ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।



চিত্র: চরাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে চরের গাড়ী এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন নৌকা ও ফ্লটিং ঘাট

(২) আরডিএ খামার এবং ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে ইহা একটি চলমান প্রকল্প। একাডেমী প্রদর্শনী খামারকে Technology Park হিসেবে গড়ে তোলা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুলের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও আধুনিক শিক্ষাপোকরণ নিশ্চিতকরই প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

আরডিএ, বগুড়া'র প্রদর্শনী খামারের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নসহ একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষা প্রযুক্তিসহ শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	আরডিএ ক্যাম্পাস।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩৪২০.৯০ লক্ষ টাকা।
জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২৬০০.৭০ লক্ষ টাকা।
২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২০১৬-১৭ অর্থবছরে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৪৯৯.৪৯ লক্ষ টাকা

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় স্কুল এন্ড কলেজের ১০ তলা foundation বিশিষ্ট একাডেমীক ভবণ, গার্লস হোষ্টেল ভবণ এবং সেলফ্ হেলপ্ গ্রুপের জন্য ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ডেইরি ইউনিটে ডিজিটাল ওজন স্কেল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া Simen collection station নির্মাণ ও Processing center এর সংস্কার ও টাইলস্ স্থাপন করা হয়েছে। Simen সংরক্ষণের জন্য N2 গ্যাস সংরক্ষণ vessel স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- ডেইরি ইউনিটে প্রকল্পের আওতায় ২৩টি বাছুরসহ দুগ্ধবতী গাভী ক্রয়/ সংগ্রহ করা হয়েছে।
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরন ও সংরক্ষণ ইউনিটে ইউকিউবেটর স্থাপন করা হয়েছে। পানি পরিশোধন প্লান্ট RO সহ স্থাপন করা হয়েছে। বোতলিং প্ল্যান্ট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিটের আওতায় গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে ও ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। গভীর নলকূপ চালনার জন্য ২২kw Solar Plant স্থাপনা করা হয়েছে। ১টি কম্বাইন্ড হার্ভেষ্টার ক্রয়, সেলফ প্রোফেল রিপার ক্রয় করা হয়েছে। বায়োগ্যাস পিউরিফিকেশন ইউনিট ক্রয় করা হয়েছে। ওয়াকিং টাইপ রাইস টান্সপ্ল্যান্টার ক্রয় করা হয়েছে।
- টিস্যু কালচার ইউনিট এর জন্য ১টি লেমিনারহুড ক্রয় করা হয়েছে।
- মৎস্য ইউনিটের জন্য নতুন করে ব্রুড ফিস ক্রয় করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ১টি স্কুল বাস, ১টি প্রশিক্ষণ বাস এবং ১টি পিক-আপ সংগ্রহ করা হয়েছে।

  স্কুল এন্ড কলেজের ল্যাবের জন্য চেয়ার টেবিলসহ ৩০টি কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে।

(৩) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

কৃষি জমি অপচয় রোধ ও পল্লীবাসীর জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া "গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ" সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে মোট ৪২৪৩৩.৭৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নত আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি জমি অপচয়রোধ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনমানের উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগে একটি করে মোট ০৭টি এলাকায় পাইলাট আকারে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	মোট ৪২৪৩৩.৭৮ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার- ৩৬,২৯৮.০০ লক্ষ টাকা ও সুবিধাভোগী- ৬,১৩৫.৭৮ লক্ষ টাকা)
জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১১১৯৪ ৭৪.লক্ষ টাকা
২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৫০০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৬-১৭ অর্থবছরে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	:	৪৯৮৪৪২. লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

ক) বহুতল বিশিষ্ট (৪ তলা) ৭টি আবাসনের জন্য ভবন নির্মাণ;

খ) গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনসহ উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত ৭টি ভবন নির্মাণ (৩ তলা);

গ) সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন;

ঘ) নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা;

ঙ) পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও টয়লেট ফ্লাশ কাজে ব্যবহার ;

চ) অগ্নিনির্বাপকের সুযোগ এবং পরিবেশ উন্নয়নে জলাধার/লেক নির্মাণ;

চ) রন্ধনকাজে বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তি ব্যবহারে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন;

ছ) বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে প্রাপ্ত স্লারী থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার উৎপাদন এবং বিপণন;

জ) সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা; এবং

ঝ) উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- রংপুর বিভাগের রংপুর সদর উপজেলার নিয়ামত মৌজার পান্ডার দিঘি এলাকায় পল্লী জনপদ ভবনের ১ম তলার ছাদ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং রাজশাহী বিভাগের শাজাহানপুর উপজেলার জামালপুর মৌজায় পল্লী জনপদ ভবনের কলামের গ্রেড বীম ঢালায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার আড়পাড়া ও হরিদাসপুর মৌজার হরিদাসপুর গ্রামে পল্লী জনপদ ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার খোলাবাড়ীয়া গ্রামে পল্লী জনপদ ভবন নির্মাণের জন্য মাটি পরীক্ষা এবং বালি ভরাট সম্পাদন পূর্বক নির্মাণ কাজের লে-আউট দেয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প এলাকার এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার বদুহাজি গ্রামে পল্লী জনপদ ভবন নির্মাণের জন্য সীমানা চিহ্নিতকরে মাটি পরীক্ষার কাজ প্রক্রিয়াধীন। পাশাপাশি বালি ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে।
- চট্টগ্রাম বিভাগে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার খুরুশকুল গ্রামে পল্লী জনপদ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টিম ও আরডিএ'র মহাপরিচালক যৌথভাবে সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। কক্সবাজার জেলার দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুল এলাকায় বাঁকখালী নদীর তীরবর্তী ২৫২ একর জমি চিহ্নিত করে এবং উক্ত এলাকায় পল্লী জনপদ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ব্যাপারে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলছে।
- বরিশাল বিভাগের আওতায় পল্লী জনপদ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প এলাকা চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি; তবে ইতোমধ্যে ২/৩টি এলাকার সম্ভব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে প্রকল্প এলাকা চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হবে।



চিত্র: কৃষি জমি সাশ্রয়ী ও আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায় ভিত্তিক প্রস্তাবিত পল্লী জনপদ

(৪) পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তার জন্মলগ্ন থেকেই পানি ব্যবস্থাপনার উপর প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশে আশির দশকের পূর্বে স্থাপিত প্রতি ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলনক্ষম একটি গভীর নলকূপ থেকে মাত্র ৪০ একর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হতো। গভীর নলকূপের সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাডেমী ১৯৮০-১৯৮৩ সময়কালে FAO/UNDP অর্থায়নে ''Tubewell Command Area Development (TCAD)'' শীর্ষক একটি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত প্রায়োগিক গবেষণার ফসল হিসেবে ''Buried Pipe System of Irrigation'' (ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা)'' Concept এদেশে প্রতিষ্ঠা পায়। আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত এইরূপ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন করার ফলে পূর্বে কথিত সক্ষমতা সম্পন্ন একটি গভীর নলকূপ থেকে ১৬৬ একর বোরো ধানের জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। গভীর নলকূপ সেচ এলাকার এইরূপ বৃদ্ধির ফলে একর প্রতি বিদ্যুৎ/জ্বালানী খরচ (৭৫%) কমানো সম্ভব হচ্ছে। উপরন্তু পানির অপচয় ৬০% থেকে ৫%-এ আনা সম্ভব হয়েছে এবং ভূ-উপরিস্থ সেচনালার পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনের ফলে ১৬৬ একর সেচ এলাকায় ৩ একর জমির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। সেচনালা নির্মাণে ভূমি মালিকদের মধ্যে সম্ভাব্য সামাজিক দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হয়েছে। আরডিএ-এর অভিজ্ঞতার আলোকে এই ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমনঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উত্তর-পূর্ব ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প (কৃষি মন্ত্রণালয়), গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন (গ্রামীণ ব্যাংক), দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফলভাবে ব্যবহার করছে। এছাড়া খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে আরডিএ, ডিএই, গবেষণা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম গ্রহণ করলে মাঠ পর্যায়ে তার প্রভাব কম লক্ষ্য করা গেছে। আরডিএ গবেষণার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনাসহ পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদী পানি সাশ্রয়ী প্রকল্প চলমান রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুকি মোকাবেলায় ধান, দানা জাতীয় শষ্য এবং বিভিন্ন সব্জি উৎপাদনে সেচের পানি, উৎপাদন উপকরণ ও জ্বালানী সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব রেইজড বেড, এসআরআই, এডব্লিউডি এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট প্রযুক্তির বহুল প্রচলন, জনপ্রিয়করণ ও মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগে মোট ২০০টি এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	মোট ৩৯০২.০০ লক্ষ
জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৪৫৫০০. লক্ষ টাকা
২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৬-১৭ অর্থবছরে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	:	৪৯৮৫৫. লক্ষ টাকা।

পানি সাশ্রয়ী গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাঠ পর্যায়ে সেচকৃত পানি ৩০-৪০% সাশ্রয় হচ্ছে পক্ষান্তরে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে ২০-৪০%। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের আওতায় ১৪ জেলার অন্তর্গত ৭২টি কৃষক গ্রুপে এই ধরনের আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিকীকরন প্রদর্শনী'র বাস্তবায়ন এই প্রথম। আধুনিক এই পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি সমুহ এবং যান্ত্রিকীকরন বানিজ্যিকভাবে বাস্তবায়নে কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গ্রহন করেছেন এবং সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাও তৈরী হচ্ছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিভাগ, বিএডিসি, বরেন্দ্র বহুমুখী কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তিসমূহ পাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে সংযুক্ত হওয়ার ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।



চিত্রে: পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সেচের পানি ও উৎপাদন উপকরণ সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে চাষাবাদ

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত প্রকল্প এলাকায় জরীপ পরিচালনা করে প্রথম বর্ষে ৩০টি এবং দ্বিতীয় বর্ষে ৩৫টি উপ-প্রকল্পে গ্রুপ নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পরিমাপ, সেচ পানির দক্ষতা নিরূপন ও ব্যবহার সম্পর্কীত জরীপ চলমান;
- ২০০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে জুন-২০১৭ পর্যন্ত ৭০টি উপ-প্রকল্পে প্রদর্শনী ব্লক তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রদর্শনী ব্লকগুলিতে বর্তমানে রবি/২০১৬-১৭ মৌসুমের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
- মাদার ট্রায়েলের জন্য ৭টি বিভাগের ৭টি এলাকা জরীপ পরিচালনা করে ৭টি মাদার ট্রায়েল এলাকায় রবি/২০১৬-১৭ মৌসুমের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
- আরডিএ প্রদর্শনী খামার গবেষণার মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলে প্রযুক্তিসমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ইতোমধ্যে ৩টি প্রারম্ভিক পরিকল্পনা ওয়ার্কসপ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রযুক্তিসমূহ জনপ্রিয় ও প্রসার/সম্প্রসারণের জন্য ৬৯টি মাঠ দিবস, ৭টি ক্রস ভিজিট/মোটিভেশনাল ট্যুর, ৩২টি ফার্মস ফিল্ড স্কুল প্রশিক্ষণসহ ৩টি মেশিনারী অপারেশন এবং ৯টি অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- খামার যান্ত্রিকিকরণের জন্য পাওয়ার টিলার বেড ফর্মারসহ, রোপন ও মাড়াই যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে বিতরণ চলমান রয়েছে। বর্তমান পর্যন্ত ৩৪টি পাওয়ার টিলার বেড ফর্মারসহ কৃষি যন্ত্রপাতি উপকারভোগী পানি সাশ্রয়ী কৃষকদলে বিতরণ করা হয়েছে।

(৫) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অক্টোবর, ২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাঁকুরগাও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র বিমোচন করার নিমিত্ত আরডিএ, বগুড়া'র অধীনে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার আদলে একটি স্বতন্ত্র একাডেমী স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

রংপুর বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন যাত্রার মানন্নোয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র আদলে আরো একটি পুণাঙ্গ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১১১৩২.০০ লক্ষ টাকা ।
জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২০৭৯.০২ লক্ষ টাকা।
২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১০০০ লক্ষ টাকা।
২০১৬-১৭ অর্থবছরে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	:	৯৯৫৭২. লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

ভূমি অধিগ্রহণ

- প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ

অফিস ভবন নির্মাণ

- প্রশাসনিক ভবনঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- অনুষদ ভবনঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ

- খামার ভবনঃ (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউস ভবন (৬ তলা ফাউন্ডেশন ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ): গ্রাউন্ড ফ্লোর ও ১ম তলা- ক্যাফেটেরিয়া, ২য় তলা- বিনোদন কেন্দ্র, ৩য় তলা গেস্ট হাউস

আবাসিক ভবন নির্মাণ

- মর্ডান হোষ্টেলঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- সাধারণ হোষ্টেল (মহিলা ও পুরুষ) (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা সম্পন্ন
- পরিচালকের বাংলোঃ (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- ষ্টাফ কোয়ার্টার (এ, বি, সি টাইপ) (১০তলা ফাউন্ডেশন) ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- মেইন গেট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

এছাড়া প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে আরডিএ, রংপুর ক্যাম্পাসে আরডিএ, বগুড়ার আদলে (ক) কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট; (খ) ফসল ইউনিট; (গ) ডেইরী ইউনিট; (ঘ) পোল্ট্রি ইউনিট; (ঙ) মৎস্য ইউনিট (চ) উদ্যান ও নার্সারী ইউনিট; (ছ) টিস্যুকালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ইতোমধ্যে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- নির্মাণ কাজ নিবিড় তদারকী ও পরিকল্পনা মাফিক সম্পন্ন করার সুবিধার্থে ইতোমধ্যে পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- ভূমি উন্নয়নের কাজ চলছে।
- ক্যাম্পাসের মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। সে অনুযায়ী সিমানা প্রাচীরের কাজসহ বিভিন্ন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।



চিত্র: আরডিএ'র জন্য জমি অধিগ্রহণের চেক বিতরণ করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গা , এমপি

(৬) জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প

ময়মনসিংহ বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন যাত্রার মানন্নোয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫/১০/২০১৬ তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন দেন। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে মোট ১২৪৫০.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৭/১২/২০১৬ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

বৃহত্তর ময়মংসিংহ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন-যাত্রার মানন্নোয়নের জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবলী নিম্নরূপঃ

- একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা;
- প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেণার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কীত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, টেকসই মডেল ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি এবং মডেল/প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা; এবং
- দেশের গ্রামীণ হত দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে গ্রামীণ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্প এলাকা	:	জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলাধীন শিহাটা, হরিরামকুল মৌজা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	**১২৪৫০.১২** লক্ষ টাকা
জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	-
২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৫০০.০০ লক্ষ
২০১৬-১৭ অর্থবছরে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	:	

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

সম্পদ সংগ্রহ

- ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ।
- প্রকল্পের আওতায় যানবহান (১টি পি-আর ও ২টি মোটর সাইকেল) সংগ্রহ ।
- প্রস্তাবিত ৫টি ইউনিটের (ফসল; ডেইরী ও পোল্ট্রি; মৎস্য; টিস্যু কালচার এবং হাইড্রোফোনিক; কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট) এর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

নির্মাণ ও স্থাপনাদী

ভবন নির্মাণ

- দশ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ;
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউস ভবন (৬ তলা ফাউন্ডেশন ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ) (১ম ও ২য় তলায় ক্যাফেটেরিয়া; ৩য় তলা- বিনোদন কেন্দ্র এবং ৪র্থ-৫ম তলায় গেস্ট হাউস)
- সাধারণ হোষ্টেল (পুরুষ): (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ ;

- সাধারণ হোষ্টেল (মহিলা): (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ ।
- মহাপরিচারক ও অতিরিক্ত মহাপরিচাক বাংলো : (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ।

অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো/স্থাপনাদি নির্মাণ

- প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে জামালপুর ক্যাম্পাসে আরডিএ, বগুড়া'র আদলে ফসল; ডেইরী ও পোল্ট্রি; মৎস্য; টিস্যু কালচার এবং হাইড্রোফোনিক এবং কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট এর সেড/অবকাঠামো নির্মাণ।
- মেইন গেট, গার্ড শেড ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।
- করিডোর নির্মাণ;
- মসজিদ নির্মাণ।
- রোড/লিংক রোড স্থাপন
- পানি নিস্কাশন অবকাঠামো
- টেলিযোগাযোগ, বৈদ্যুতিক স্থাপনা
- পানি সরবরাহ (পাইপ লাইন, ২টি গভীর নলকূপ, ওভারহেড ট্যাংক)

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- পঞ্চাশ ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে।
- পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে জাতীয় পত্রিকা ও ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।



চিত্র: গত ৩০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মশিউর রহমান রাঙ্গা এমপি. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব মির্জা আজম এমপি.।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আরডিএ প্রদর্শনী খামারের প্রায়োগিক গবেষণা

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারের লক্ষ্যে একাডেমী ক্যাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে আটটি ইউনিটের (ফসল, নার্সারী; পোলট্রি; ডেইরী; মৎস্য; টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি; বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট) সমন্বয়ে সরকারী পর্যায়ে একমাত্র Self Sustainable Farm গড়ে তোলা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত আটটি ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে প্রদর্শনী খামারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছেঃ (১) ফসল ইউনিট (২) নার্সারী ইউনিট (৩) পোলট্রি ইউনিট (৪) ডেইরী ইউনিট (৫) মৎস্য ইউনিট (৬) টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট (৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট (৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট। নিম্নে বিভিন্ন ইউনিটের আলোকচিত্র উপস্থাপন করা হলো।



চিত্র: আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ফসল ইউনিট



চিত্র: আরডিএ প্রদর্শনী খামারের নার্সারী ইউনিট



চিত্র: আরডিএ প্রদর্শনী খামারের পোল্ট্রি ইউনিট



চিত্র: আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ডেইরী ইউনিট



চিত্র: আরডিএ প্রদর্শনী খামারের মৎস্য ইউনিট



চিত্র: আরডিএ প্রদর্শনী খামারের টিসুক্যালচার ইউনিট

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট

পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারী কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও গবেষণা কর্মসূচির আওতাধীন এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের বিপণন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সঠিক মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য সামনে রেখে ২০০৭ সালে **কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট** প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর আওতাধীন এই ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্যসমূহ হচ্ছেঃ

- বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করা।
- প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের ব্যবহার ও মেয়াদকাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা।
- সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অর্জিত জ্ঞান খামারী ও উদ্দোক্তা পর্যায়ে সম্প্রসারন করা।
- কৃষকদের জন্য কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার সঠিক বিপণন ও বিতরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- নিম্নমূল্য কালীন সময়ে ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে কৃষক ও ব্যবসায়ীগনের জন্যে প্রয়োজনে হিমাগার ভাড়া প্রদান করা।

কৃষকের পণ্যের নায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ,সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ (এপিএম) ইউনিটটি পিপিপি'র আওতায় বর্তমানে ১৮ টি পণ্য (যেমনঃ বিভিন্ন ধরণের আচার, চাটনী, জেলী, ঘি, মধু, বনরুটি, রাইস ব্রান অয়েল, দুধ, দধি প্রভৃতি) সফলতার সাথে উৎপাদন,প্রক্রিয়াজাতকরণ,সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা হয়। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাকরণ,সংরক্ষণ ও বাজারজাকরণের পাশাপাশি কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এর আওতায় প্রতিবছর ৩০ জন করে একটি ব্যাচে ৩/৪ টি ব্যাচে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়াও একাডেমীতে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ইউনিটের কার্যক্রম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে। এই ইউনিটে আওতায় নিয়মিত ১০ জন কর্মী রয়েছে এ ছাড়াও দিন হাজিরা হিসেবে ৮/১০ জন লোকের কর্ম সংস্থান রয়েছে। এদের বেতন, বোনাস ও অন্যান্য ব্যয় ইউনিটের আয় হতে বহন করা হয়। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতবকরণ,সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ইউনিট টি পিপিপি-এর আওতায় যৌথ উদ্যেগে কে এফবি আইএল, পড়শী বাজার, গ্রামীন ডানোন সাথে গ্রাম পর্যায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।



চিত্র: কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট



চিত্র: বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিটে কার্যক্রম

সরকারী বে-সরকারী অংশিদারিত্বে (পিপিপি) মডেল

সরকারী গবেষণা কর্মকান্ডের পাশাপাশি ‘‘সরকারী বে-সরকারী অংশিদারিত্বে (পিপিপি)’’ আরডিএ এর সাথে কামাল মেশিন টুলস্ যৌথভাবে ওয়ার্কসপে আট ধরনের (মাড়াই, ঝাড়াই ও নিড়ানী যন্ত্র, চোপার মেশিন, বেড ফর্মার ইত্যাদি) ২৩৩২টি কৃষি যন্ত্রপাতি ও চার ধরনের ৩২০০ খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া অপর একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ‘‘কৃষক ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড’’, ঢাকা এর সাথে পিপিপি মডেলে কার্যক্রম চলছে যা একাডেমীর বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও দ্রব্য (২৮ রকমের আম, বরই পেয়ারা, কাঁঠাল, মাশরুম, তেঁতুলের আচার, টমেটো ও তেঁতুলের সস, কমলার জেলি, সরিষার তেল, কোলেস্টেরল ফ্রি রাইস ব্রান তেল, ঘি, মধু ইত্যাদি) পল্লী ব্রান্ডে প্যাকেটিং, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত করা হচ্ছে। আরডিএ-লিমরা প্রাঃ লিঃ, ঢাকা এর যৌথ উদ্যেগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা আয়োজন করে আসছে । আরডিএ এবং এসিআই লিঃ যৌথ উদ্যোগে একাডেমী প্রদর্শনী খামারে হাইব্রীড বীজ গবেষণা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।



চিত্র: পিপিপি মডেলে পরিচালিত কার্যক্রম ওয়ার্কসপে উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার পার্টস

বিভিন্ন ধরনের সবজি, ধান ও ভূট্টা ফসলের হাইব্রীড জাত উদ্ভাবন ও হাইব্রীড বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে আরডিএ এবং এসিআই লিঃ যৌ উদ্যোগে একাডেমী প্রদর্শনী খামারে একটি হাইব্রীড বীজ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে আরডিএ-এসিআই যৌথ গবেষণা কার্যক্রমে ২.৪২ হেক্টর জমি ব্যবহার করে যাচ্ছে।



চিত্র: পিপিপি মডেলে পরিচালিত হাইব্রীড জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম

৭ম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৭

বাংলাদেশে একমাত্র পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া-লিমরা ট্রেড ফেয়ার এন্ড এক্সিবিশন প্রাইভেট লিমিটেড পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপে যৌথভাবে বেশ কয়েকটি মেলা সফলতার সাথে আয়োজন করে আসছে। বাংলাদেশে কৃষি প্রযুক্তিসমূহ ছাড়াও অন্যান্য প্রযুক্তিসমূহ অতিদ্রুত ছড়ানোর এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য এধরণের মেলার কোন বিকল্প নেই। এধরণের মেলা আয়োজনের ফলে উন্নত বিশ্বের মত বাংলাদেশেও কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সুদুরপ্রসারী ভূমিকা রাখছে। যাহা আগামীতে এই সেক্টরে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে আরো সমৃদ্ধ করবে বলে আশা করা যায় এবং একাডেমী এ ধরণের মেলা প্রতি বছরই আয়োজনের ধারা অব্যহত রাখার প্রয়াস চায়িলে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া অরডিসি'র সহায়তায় আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা, বারিধারা, ঢাকায় আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা "7th Agro Tech Bangladesh-2017" (১১-১৩ জানুয়ারি, ২০১৭) আয়োজন করে।



স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনায় নিয়োজিত সেন্টারসমূহের কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া মোট ৩৯টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে কৃষিপানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে ,। একাডেমী উদ্ভাবিত মডেলগুলি নিম্নরূপ:

- পানি সমস্যার সমাধানে স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকুপ।
- ভূগর্ভস্থ সেচনালা দ্বারা উন্নত সেচ ব্যাবস্থাপনা।
- পানির বহুমূখী ব্যবহার।
- নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহে আর্সেনিক ও আয়রন দূরীকরণ পদ্ধতি।
- গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা।
- গবাদীপশুর জাত উন্নয়ন।
- ফসলের ডাক্তার।
- বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তর।
- সৌর শক্তি নির্ভর দ্বিস্তর কৃষি।
- পল্লী জৈবসার।
- প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ-ক্রেডিট।

সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ক্রমান্বয়ে সরে এসে নিজস্ব অর্থ, প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন সহায়ক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলিকে প্রোগামেটিক এ্যাপোচে নেয়া হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র কৃষি, সেচ, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব মডেলসমহের সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ২০০৩ সালে বিওজি'র অনুমোদনক্রমে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে সিআইডব্লিউএম-এর কার্যকারীতা ও অর্জিত সাফল্য বিবেচনায় বিওজি সিআইডব্লিউএম এর আদলে আরো ৬টি নতুন সেন্টার যেমন: (১) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার (SBC); (২) ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার

(CRDC); (৩) রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (RERC); (৪) চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (CDRC); (৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CCD); এবং (৬) পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার (PPRC) সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি, সেচ, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়ন বিত্তিক কার্যক্রম অব্যহত রাখা হয়েছে।

১। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (CIWM)

একাডেমী এডভাইজারি সার্ভিসেস বা পরামর্শ সেবার আওতায় সেচ ও পানি সম্পদের উন্নয়নে দেশের আরডিএ উদ্ভাবিত স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টসহ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মকান্ড বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- বঙ্গবন্ধু সেতু, বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন এনজিও (ব্র্যাক, প্রশিকা) ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে প্রায় ২২০টি এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পরামর্শ সেবার আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন

সাভার, ঢাকায় দেশের প্রথম পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী স্থানান্তরের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। উক্ত ট্যানারী শিল্প নগরীতে ধলেশ্বরী নদী/ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিশোধন পূর্বক ট্যানারী ও খাবার পানির গুনগতমানে পানি সরবরাহের দায়িত্ব আরডিএ, বগুড়াকে প্রদান করা হয়। যেখানে একাডেমী'র সিআইডব্লিউএম ওভারহেড ট্যাংক ব্যতিরিকে Pressurized পদ্ধতিতে ঘন্টায় ৯৫০ ঘনমিটার পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন স্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি একাডেমীর সেচ প্রকৌশলীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করায় মাত্র তিন ভাগের একভাগ ব্যয়ে (মোট টাকা ২৪৬২.৮৪ লক্ষ) কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।



চিত্র: একাডেমীর সিআইডব্লিউএম কর্তৃক বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় স্থাপিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

এছাড়াও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সিআইডব্লিউএম এর আওতায় নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানি সরবরাহ মডেল সম্প্রসারিতি হয়েছেঃ-

১. ঘোড়াশাল ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী, নরসিংগিতে আরডিএ-উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প
২. কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পে এ আরডিএ-উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প
৩. বিবিয়ানা ৪০০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হবিগঞ্জ ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প
৪. ইনস্টিউটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি চাঁদপুর ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প
৫. ইনস্টিউটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি বাগেরহাট ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (RO System) স্থাপন প্রকল্প
৬. বিসিক গোপালগঞ্জ ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প
৭. ঘোড়াসাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পলাশ নরসিংদী ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প
৮. সৈয়দ স্পিনিং মিল, সিরাজগঞ্জ আরডিএ-উদ্ভাবিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প
৯. বিসিক ষ্টেট ধামরাই, ঢাকা আরডিএ-উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প
১০. নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, ঘোড়াশাল আরডিএ-উদ্ভাবিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প
১১. জেলা কারাগার চাঁদপুর ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প
১২. লক্ষীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প
১৩. বাঘাবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শাহাজাদপুর ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প
১৪. পটুয়াখালি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প
১৫. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড শিকোলবাহা, চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প
১৬. সিদ্ধিগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প
১৭. বিসিক ষ্টেট শ্রীমঙ্গল, ক্যাম্পাসে (২য় পর্যায়) আরডিএ-উদ্ভাবিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প
১৮. মন্সিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প
১৯. মাতারবাড়ী ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মহেশখালী কক্সবাজার ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (RO System) স্থাপন প্রকল্প
২০. বিসিআইসি এর আবাসিক কলোনী, মীরপুর ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প
২১. পিজিসিবি বিয়ানী বাজার সিলেট ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প
২২. পিজিসিবি সুনামগঞ্জ ক্যাম্পাসে আরডিএ-উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প



চিত্র: একাডেমীর সিআইডব্লিউএম কর্তৃক ১০০ মেঃ ওঃ পাওয়ার প্লান্টে, গোপালগঞ্জে স্থাপিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট



চিত্র: একাডেমীর সিআইডব্লিউএম কর্তৃক পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী, সিরাজগঞ্জে স্থাপিত গভীর নলকূপ ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট



চিত্র: একাডেমীর সিআইডব্লিউএম কর্তৃক টিটিসি, গোপালগঞ্জে স্থাপিত গভীর নলকূপ ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

সিআইডব্লিউএম পরিচালিত আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম

পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী কর্মকান্ড। সাধারণত দেখা যায় দেশের পৌর এলাকায় ভূর্তকী প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও দেশের পল্লী এলাকায় সরকারীভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে পানি সরবরাহের বিল পরিশোধের ক্ষমতা/মানসিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র পানির বহুমুখী ব্যবহারের সাথে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি যুগোপোযোগী পদক্ষেপ। গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ায় পানির বিল পরিশোধের সক্ষমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

সিআইডব্লিউএম কর্তৃক জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২৭৪টি উপ-প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সীড ক্যাপিটাল বাবদ বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত মোট ৪৯৫৬.৩৬লক্ষ টাকা যাহা দেশের বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে মোট ১০৬২০.৫৬ লক্ষটাকা ইতোমধ্যে ২২৭৪৬ জন সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে পুরুষ সদস্য *১২৫১০* জন (*৫৪%*) এবং মহিলা সদস্য **১০২৩৬** জন (*৪৬%*) । এ যাবৎ সার্ভিস চার্জ সহ আদায়যোগ্য **১০৭৩৪.৬৯** লক্ষ টাকার মধ্যে **৯৬৬৪.৪৪** লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে, আদায়ের হার ৯০.০৩%।



চিত্র: সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে আরডিএ ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

২। সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার

আরডিএ সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন জাতের রোগমুক্ত বীজআলু উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। এ সেন্টার আরডিএ বায়োটেকনোলজি ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নত পদ্ধতিতে, আলু চাষ, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগ মুক্ত অনুচারা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কারিগরী সহায়তাও প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে USAID, PRICE এর আর্থিক সহায়তায় প্রায় শতাধিক এবং একাডেমীর রাজস্ব বাজেট হতে প্রায় তিন শতাধিক বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আলু চাষের বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির দেশব্যাপী সম্প্রসারণের জন্য সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও মাঠদিবসের আয়োজন করা হয়ে থাকে। দেশী-বিদেশী বিষেশজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের সহায়তায় এবং নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে আমাদের দেশে বিরাজমান আলু চাষের সমস্যা সমাধানে এ সেন্টার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রোগমুক্ত আলুর অনুচারা ও বীজ আলুর পাশাপাশি এই সেন্টার তার নিজস্ব লোকবলের সহায়তায় আঙ্গুর, কলা, স্ট্রবেরী, স্টেভিয়া ও অর্কিডের রোগমুক্ত অনুচারা উৎপাদনে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা এই গবেষণার সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী। উক্ত গবেষণা সফল হলে একদিকে যেমন দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে তেমনি গরীব কৃষক হবে সাবলম্বী।

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে এ বছর বিভিন্ন জাতের ৮৫ মেঃ টন রোগমুক্ত বীজআলু এবং প্রায় দুই লক্ষাধিক রোগ মুক্ত আলুর অনুচারা উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। সেন্টারটি আরডিএ বায়োটেকনোলজি ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নত পদ্ধতিতে আলু চাষ, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগ মুক্ত অনুচারা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কারিগরিক সহায়তা প্রদান করে আসছে।



চিত্র: টিস্যুকালচারের মাধ্যমে আলু উৎপাদন

৩। ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের অগ্রগতি

- আরডিএ কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে একাডেমীর প্রদর্শনী খামারে ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ একটি অত্যাধুনিক কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী ও একটি ক্ষুদ্রাকার Diagnostic ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।



- দেশের চরাঞ্চলসহ উত্তরাঞ্চলের দেশীয় জাতের গরু কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন করে (পার-ল্যাকটেশন) দুধ ২৫০ লিটারের স্থলে ৩০০০ লিটারে উন্নীতকরণ করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি মাংশ

উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রম সমগ্র দেশে সম্প্রসারণের জন্য একাডেমী ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।



উন্নত জাতের ষাঁর গরু থেকে সীমেন সংগ্রহ করা হয়

৪। রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি)

একাডেমীর রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার এর আওতায় একাডেমী খামারে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সৌরশক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করে দিনের বেলায় সেচ পাম্প চালু রেখে ১৬-২০ একর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই ফসলের নিবিড়তাকে দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। জমির অপচয় রোধসহ বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষের ফলে উৎপাদনের উপকরণ সাশ্রয় করে অতিরিক্ত ১১%-১৪% উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এক মৌসুমে ধানের জমিতে দ্বি-স্তর পদ্ধতি ব্যবহার করে একই সাথে ধান ও মাচায় লাউ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ১,১১,২৫০ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাসত্মবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।



দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন সরকারের জ্বালানী বিদ্যুৎ উপদেষ্টা **ড. তৌফিক-ই-লাহী**

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- এ সেন্টারের আওতায় সদ্য সমাপ্ত কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রকল্পের ১১২টি উপ-প্রকল্প এলাকার বাস্তবায়িত কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী করা হচ্ছে।
- সৌর শক্তি নির্ভর সেচ ব্যবস্থা ও দ্বি-স্ত র কৃষি প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণের জন্য চলতি অর্থবছরে এডিপি'তে একটি প্রকল্প বাস্ত বায়নের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
- একাডেমী উদ্ভাবিত কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সার্কভূক্ত দেশ বাস্তবায়নের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ সেন্টার উক্ত প্রযুক্তি সার্কভূক্ত দেশে সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- এ সেন্টারের মাধ্যমে আরডিএ, বগুড়া'র কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য জিওবি অর্থায়নে কমিউনিটি ভিত্তিক গবাদিপশু পালন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিপি'তে নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) অর্থায়নে আরডিএ উদ্ভাবিত অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ও দক্ষ সৌর শক্তি নির্ভর সেচসহ দ্বি-স্ত র কৃষি প্রযুক্তি এবং সেচ পানির বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক আরইআরসি মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে।

৪। চর উন্নয়ন ও গবেষণা সেন্টার

এ সেন্টারের আওতায় সিএলপি এবং এম৪সি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়িত কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী করা হচ্ছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।




চর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

৬। সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভলোপমেন্ট (সিসিডি)

গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে—গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক ক্ষমতায়ন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক বনায়ন, পল্লী এলাকার শিশুদের উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরুপণ, পল্লী এলাকায় বিশেষতঃ যুবসমাজের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা, পল্লী শিক্ষা, গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য, যৌতুক ও নারী নির্যাতন, এবং মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি, সরকারী/এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প মূল্যায়ন, ইত্যাদি। এছাড়া, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), বার্ষিক পরিকল্পনা, Perspective Plan-এ দারিদ্র বিমোচন কৌশলের আলোকে সরকারের অগ্রাধিকার বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রেখে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা

করা হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষক পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

এ কেন্দ্রটি পরিচালনা করার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করা ও মডেল উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকা;
- বিগত দিনের আর্থ-সামাজিক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সচল রাখা;
- দেশে এবং দেশের বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন;
- দেশে এবং বিদেশে পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- আর্থ-সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল অবহিতকরনের জন্য দেশে এবং বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা;
- সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান;
- সরকারী বাজেটের উপর আরডিএ'র নির্ভরশীলতা পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ; আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
- সরকারী/বেসরকারী/আন্তজাতিক সংস্থার অর্থে পরিচালিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।

৭। পল্লী পাঠশালা গবেষণা সেন্টার (পিপিআরসি)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র কৃষক মাঠ স্কুল, ফসলের ডাক্তার ইত্যাদি মডেল থেকে অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করে পল্লীর মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবীকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ''Palli Patshala Research Centre (PPRC)'' শিরোনামে একটি বিশেষায়িত সেল খোলার প্রস্তাব করা হলে একাডেমী ২০১২ সালে একাডেমী ৪১তম বোর্ড সভা পল্লী পাঠশালা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়।মূলতঃ এ সেন্টারটি তার নিজস্ব আয়ে পরিচালিত হচ্ছে।





সেন্টার পরিচালনা উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ



- পল্লী পাঠশালা কমিউনিটি ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার এবং গ্রামবাসীর মিলন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। সর্বস্তরের গ্রামবাসী এ কেন্দ্র থেকে খুব সহজে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ হাতের নাগালে নিশ্চিতকরণ;
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গ্রামবাসীর মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি করা;
- পল্লী পাঠশালায় গ্রামবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার হিসেবে গড়ে তুলে সকল শ্রেণীর মানুষকে জ্ঞান নির্ভর ক্ষমতায়নে আকৃষ্ট করা;

- সরকারী উন্নয়নমূলক তথ্য প্রবাহের চ্যানেল হিসেবে পাঠশালাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;
- সরকারী/ বেসরকারী/ আন্তজাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত পল্লী পাঠশালা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।

গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা প্রকল্পের অধীনে ১২৫০ জন নারী বীজ ব্যবসায়ী ৬টি বীজ কোম্পানীর মাধ্যমে ৭ ০০০,৫০, কেজি বীজ বিপনণ করে সাবলম্বী হয়েছে।

বিবিধ কার্যক্রম

AARDO এর নির্বাহী কমিটির সভা ও যৌথ প্রশিক্ষণ

আফ্রিকান-এশিয়ান রুরাল ডেভেলাপমেন্ট অরগানাইজেশন (AARDO) এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের ৩১টি দেশের সম্পৃক্ততায় গড়ে উঠা একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। AARDO পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন ও অংশীদারিত্ব করে থাকে। আন্তর্জাতিক এ প্রতিষ্ঠানটির ২০১৭ সালের নির্বাহী কমিটির ৬৮তম সভা আগামী ১৯-২১ জানুয়ারি ২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পক্ষ থেকে এ সভা আয়োজনে সার্বিক দায়িত্ব পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া পালন করে। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আংশগ্রহণকারীদের একাডেমীর প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এলাকা এবং একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়। এছাড়াও এ উপলক্ষ্যে একটি টেকনোলজি মেলার আয়োজন করা হয়।



চিত্র : AARDO এর ৬৮তম কার্যনির্বাহী কমিটির সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলাপমেন্ট (পিজিডিআরডি)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলাপমেন্ট (পিজিডিআরডি) প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। গ্র্যাজুয়েট যুবকদের স্বকর্মসংস্থানে উজ্জীবিত করে উদ্যোক্তা উন্নয়ন এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত এই প্রোগ্রামের তিনটি ব্যাচ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সম্প্রতি ক্যাটালিস্ট ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথভাবে কারিকুলাম উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নতুন এই কারিকুলামের আলোকে চতুর্থ ব্যাচে কোর্স চলমান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি স্থাপন

সম্প্রতি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার প্রশাসনিক ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে। দেশের স্বনামধন্য ভাস্কর মৃনাল হকের নেতৃত্বে একটি দল এই প্রতিকৃতি স্থাপনের সম্পন্ন করা হয়েছে। আরডিএ পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জাতির জনকের প্রতিকৃতির ফলক উন্মোচন ও একাডেমীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।



চিত্র : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতির ফলক উন্মোচন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়য়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি

৪.৫ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি’ ‘(বাপার্ড)’ প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজীতে প্রতিষ্ঠানটি Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development (BAPARD) নামে পরিচিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর বাপার্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১২ সালে প্রণীত আইন (১৪ নং আইন) বলে বাপার্ড স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠানটি বিআরডিবি’র আওতায় ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসাবে ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স’ নামে যাত্রা শুরু করে । প্রকল্পের মেয়াদ ছিল ১৯৯৭ - ২০০৪ পর্যন্ত এবং ব্যয় ২৪.৭৮ কোটি টাকা। দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স’। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ জুলাই ২০০১ তারিখে কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন।



চিত্র: বাপার্ডে বঙ্গবন্ধু'র ম্যুরাল



চিত্র: বাপার্ডের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভিশন

'গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা'।

মিশন

'প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীন আর্থ-সমাজিক অবস্থায় উন্নয়ন। কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর'।

কার্যাবলি (Functions):

- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসাবে কাজ করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা করা;
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা ;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;
- সরকারি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা বা গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা;
- দারিদ্র্য বিমোচনে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করা;
- কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক গবেষণা ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা;
- গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা করা;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি নীতি নির্ধারকগণকে সহায়তা প্রদান করা;
- একাডেমির উদ্দেশ্যের সহিত সামাঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোন কাজ করা।

একাডেমি'র জনবল

একাডেমির অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল ১০০ জন । বর্তমানে ১জন মহাপরিচালক, ৩ জন পরিচালক, ১জন উপ-পরিচালক ও ২ জন সহকারী পরিচালকসহ ৩৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। ৮ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে বাপার্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা-২০১৫ প্রণীত হয়।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাডেমিতে ১০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। এরমধ্যে কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন, পোশাক তৈরি ও কম্পিউটার বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি সাধারণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

একাডেমিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৫টি ব্যাচে ২২০০ জন সুফলভোগী, ২১টি ব্যাচে ৮৩৭ জন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৬১৪ জন সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে ১০টি কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।



বাপার্ডে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মাফরূহা সুলতানা, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক।



প্রশিক্ষণার্থীদের সেলাই মেশিন বিতরণে বাপার্ডের মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাসহ কোটালীপাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান।

বাপার্ডের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সাধারন তথ্য



মহিলাদের সেলাই ও এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ



কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

বাপার্ডের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তথ্য

সাধারণ তথ্য

(১) প্রকল্পের নাম: বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড)-এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য়
সংশোধিত) প্রকল্প;

(২) প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাপার্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ;

(৩) অবকাঠামোসমূহের নকশা প্রণয়ন: স্থাপত্য অধিদপ্তর;

(৪) অবকাঠামো নির্মাণ: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি);

(৫) বাস্তবায়নকাল: মার্চ ২০১০-জুন ২০১৮খ্রি:;

(৬) প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩২৬৮৪.৭১ লক্ষ টাকা;

(৭) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: ১০ তলা বিশিষ্ট ০১টি প্রশাসনিক ভবন ও ০১টি হোস্টেল ভবন নির্মাণ, ০৬ তলা বিশিষ্ট দু'টি আবাসিক ভবন নির্মাণ, ৩০.১৫ একর জমি অধিগ্রহণ ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

প্রকল্পের অগ্রগতি

(১) অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ২৭.১৪ একর। অবশিষ্ট ৩.১১ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন;

(২) প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৬৮% এবং হোস্টেল ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৫৭%;

(৩) প্রকল্পের অর্থায়নে এ পর্যন্ত ৫৪০০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



স্থাপত্য অধিদপ্তর কতৃক ডিজাইনকৃত ১০ তলা প্রশাসনিক ভবন



স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজাইনকৃত ১০ তলা হোস্টেল ভবন

৪.৭ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের পিডিবিএফ -এর গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদি

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর, উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ০৮টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫২টি জেলার ৩৫৯টি উপজেলার ৪০৫টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় সরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ''দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ" প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় ২,০৫,২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের ১০.৬০ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের মধ্যে প্রায় ৯৬ শতাংশ মহিলা।

বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পিডিবিএফ এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরুপ

১। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

পিডিবিএফ গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে সয়ম্ভর ও উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১১৫৬.৪৩ ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের হার ৯৮%। এ কার্যক্রমে ১০ লক্ষ ৬০ হাজার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড যেমন- গাভীপালন, মৎস চাষ, শাকসবজি চাষ, নার্সারী, মুরগী পালন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রায় ৫২ লক্ষ উপকারভোগীদের সরাসরি আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত বিতরণঃ ৮,৫১৫ কোটি টাকা।

২। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম (SELP)

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা' সংগ্রহ করতে সক্ষম হন না। পিডিবিএফ যেহেতু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তাই এই সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরণের ঋণ সুবিধা প্রদান সহ অন্যান্য কারিগরি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক আয় এবং আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৪৩ কোটি ০১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের (SELP) মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম (SELP) এর ক্রমপুঞ্জিত বিতরণঃ ২,৩৫০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা।

৩। সঞ্চয় কার্যক্রম

পিডিবিএফ এর সুফলভোগীদের জন্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সঞ্চয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পিডিবিএফ সমিতির সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে সঞ্চয় আদায় করে সদস্যদের পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। পিডিবিএফ এ সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয়, মেয়াদী সঞ্চয় নামে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প আছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের মোট সঞ্চয় জমার পরিমান ৪৯১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।

৪। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

(ক) সদস্য প্রশিক্ষণঃ দরিদ্র ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্ঠির লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের পাশাপশি নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রদান করা হয়ে থাকে। পিডিবিএফ এর সকল সুফলভোগীদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন এর জন্য সারা বছর ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সমগ্র বাংলাদেশে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পিডিবিএফ মোট ১,১৬৫ ব্যাচে ২৫ জন সুফলভোগী সদস্যদের ২৯,০৮৫ জনদিবস নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) প্রশিক্ষণ ফোরাম/উঠান বৈঠকঃ সমিতির সকল সদস্যকে সপ্তাহে একবার ফোরাম/উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ের উপরে প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রায় সকল সদস্যকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্যানিটেশন, পরিবেশ, বনায়ন, সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম , নারীর আইনগত অধিকার ও ক্ষমতায়ন, জেন্ডার, সামাজিক সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানসহ সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।



উঠান বৈঠকে সাপ্তাহিক ফোরাম পরিচালনা করছেন পিডিবিএফ কর্মী।

(গ) কর্মী প্রশিক্ষণঃ পিডিবিএফ দক্ষ কর্মী বাহিনী সৃষ্টির জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১,৬৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পিডিবিএফ এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও নিজস্ব প্রশিক্ষক দ্বারা এবং বাইরের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মানব সম্পদ উন্নয়নের এই মহান কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করছে। এছাড়া পিডিবিএফ এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল পর্যায়ের প্রতিটি সহকর্মীর উপস্থিতিতে অঞ্চলভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও যোগাযোগ কর্মশালা করে থাকে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ কর্মশালায় পিডিবিএফ এর সকল করণীয় নির্ধারণ করা হয়। এতে সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্ম পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং পিডিবিএফ সহজেই কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়ে থাকে।



অডিট কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মদন মোহন সাহা

(৫) পল্লী রঙঃ

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে পিডিবিএফ । ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করে আসছে। পিডিবিএফ ইতোমধ্যে আগারগাঁওয়ে সমবায় ভবনে পল্লী রঙ নামে একটি প্রদর্শনী ও বিপণন কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে । বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও বিপণনে মধ্যস্বত্বভোগীর হাত বাদ দিয়ে সরাসরি গ্রাহকের হাতে উৎপাদিত পন্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ পল্লী রঙ নামে বিপণন কেন্দ্রটি চালু করে। পল্লী রঙ চালুর ফলে বাজার সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির পণ্য সামগ্রী সরাসরি বাজারে প্রবেশাধিকার পেল। পিডিবিএফ এর সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বড় বড় শো-রুমে প্রবেশাধিকার পেল। এতেকরে গ্রামীণ ক্ষুদ্র কুটিরে তৈরী বিভিন্ন হাতের কাজের শাড়ী, লুঙ্গি, থ্রি-পিছ, পাঞ্জাবী, ছোট ছেলে-মেয়েদের পোষাক, বিভিন্ন গৃহসামগ্রী, কাঠের তৈরী শো-পিছ, পাপোষ, ওয়ালমেট, পোড়ামাটির দ্রব্যাদি, সুলভ মূল্যে ক্রেতা সাধারণের হাতে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। পল্লী রঙ চালুর ফলে সারা বাংলদেশে পিডিবিএফ এর ১০ লক্ষাধিক গ্রামীণ সদস্য ও তাদের পরিবার উপকৃত হচ্ছে। ক্রেতা সাধারণ সুলভ মূল্যে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী কিনতে পেরেও ভীষণ খুশি ।



প্রকল্প-১ - পিডিবিএফ সৌর শক্তি প্রকল্প



দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় বর্তমান সরকারের 'ভিশন-২০২১' অনুযায়ী "সবার জন্য বিদ্যুৎ" এই সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ ইতোমধ্যে দেশের ২৩টি জেলার ১৩০টি উপলোয় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩,২৪৬টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন, ৭১০টি সোলার সরক বাতি, ৯২টি এশি সিস্টেম, ৬২টি ডিশি সিস্টেম সহ মোট ৩,৬৫৬টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ এর-মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ৯.২ mwh বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ এর আলো ব্যবহারের ফলে দরিদ্র মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যুতের আলোতে লেখাপড়া করে উন্নত জীবন গঠনের সুযোগ পাচ্ছে। সেই সাথে পিডিবিএফ জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

(ক) ঋণ সহায়তা প্রদান, পুজি গঠন, নারী উন্নয়ন ও নারী পুরুষের সমতা বিধান
(খ) সুফলভোগী সদস্যদেরকে দতা উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধিমূলক প্রদান
(গ) সামাজিক উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রদান
(ঘ) প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ঋণ এবং কারিগরি প্রদান
(ঙ) কর্মীদের দক্ষতা ও সমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রদান
(চ) সুফলভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং
(ছ) সুফলভোগী সদস্যদেরকে সরকারী, বেসরকারী অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্প-২ "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ" প্রকল্প



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ" প্রকল্পটি ২৮৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় ২,০৫,২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের প্রায় ১০ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়নের ফলে ৩৩৪.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

প্রকল্প -৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

বাংলদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৭.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে পিডিবিএফ এর ই-সেবা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ০৮টি বিভাগের ৫২টি জেলায় ৩৯৬টি উপজেলা/কার্যালয়ে উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্পুর্ন সরকারী অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৮০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ঢাকা সহ সারা দেশে ১১টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে পিডিবিএফ এর সহকর্মী ও সুফলভোগীদের বিনামূল্যে আইসিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকগণ এ সকল আইসিটি ল্যাব পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।



পিডিবিএফ এর আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব পরিদর্শন করছেন আইএমইডি এর পরিচালক জনাব কামাল আতাহার হোসেন।

প্রকল্প-৫ পিডিবিএফ সোলার সেচ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিদেশনা বাস্তবায়নের পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) IDCOL এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সোলারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলায় ১টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নবায়ন যোগ্য শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রায় ৫০ একর জমিতে সারা বছর সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এক বা একাধিক ব্যক্তি মিলে এই সেচ প্রকল্পের সর্বমোট মূল্য পরিশোধ করে ক্রয় করতে পারবেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে প্রায় ২০ বছর নিরবিচ্ছিন্ন সেচ সুবিধা পাওয়া যাবে।



পিডিবিএফ সোলারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম, ঘোড়াঘাট,দিনাজপুর

৪.৭ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

ভূমিকা

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের কতিপয় দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি ষ্টাডি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশসহ আটটি দেশে পর্যবেক্ষণ শেষে ১৯৭৪ সালে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয় । প্রতিবেদনে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি ‘গ্রহণকারী ব্যবস্থা’ গড়ে তোলা এবং ‘প্রদানকারী ব্যবস্থা’কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ।

প্রকল্পটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ), ময়মনসিংহ এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া-এর মাধ্যমে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার সদর উপজেলাসমূহে বাস্তবায়ন শুরু হয় । এ প্রকল্পটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সরকারি খাতে 'জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি'র সূচনা হয়।

পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের আওতায় পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯-২০০৪ পর্যায়ের মেয়াদ শেষে একটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পটিকে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের বিধানমতে যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মস্সমূহের পরিদপ্তর হতে 'নিবন্ধন' গ্রহণের মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' নামে একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয়।

রূপকল্প

সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য-পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থহ্রাসকরণ।

অভিলক্ষ্য

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্ত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন-এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১.ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।
২.দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।
৩ .কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১.দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
২ .দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
৩.তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।
৪.উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
৫ .আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি

১। গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ;মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ/

২। সংগঠিত পুরুষ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে-আত্ম ,মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন/জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৪। সুফলভোগী সদস্য;সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন/

৫। সুফলভোগী সদস্য/সদ্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন: সুফলভোগী সদস্যদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা,পুষ্টি-স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

ফাউন্ডেশনের কর্ম-এলাকা

ফাউন্ডেশনের 'Memorandum and Articles of Association' অনুসারে দেশের সমগ্র এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখা হয় । ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা পূর্বে গঠিত 'টাস্ক ফোর্স' প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশনের জন্য ৫০.০০ কোটি টাকা তহবিল সংস্থানের সুপারিশ করা হয় ।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে মাত্র ৫.০০ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' নিয়ে শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার কর্তৃক পরবর্তীতে 'টাস্ক ফোর্স' সুপারিশ অনুসারে তহবিল সংস্থানের অভাবে কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি ।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় দফা আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে মোট ২৪.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প' গ্রহণের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা ও চাঁদপুর জেলার ৬০টি উপজেলায় জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে মোট ৫৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার ৫৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

বর্তমান সরকারের সময়ে ২০১৬-২০১৮ মেয়াদে মোট ৬৪০৯.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প-এর মাধ্যমে বরিশাল, ফরিদপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, পঞ্চগর, রংপুর, গাজীপুর, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার ৬০টি উপজেলায় সহায়তা প্রকল্পের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৩৬টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ।

ব্যবস্থাপনা

সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সাধারণ পর্ষদ' রয়েছে । সাধারণ পর্ষদে ৮ জন পদাধিকার বলে এবং ৩ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন । সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'পরিচালনা পর্ষদ' রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদে ৫ জন পদাধিকার বলে ও ২ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন । স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন । ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফাউন্ডেশনের তহবিল প্রাপ্তি (প্রকল্পসহ)

(টাকার অংকঃ লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	তহবিল প্রাপ্তির বিবরণ (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)				উৎস
	আবর্তক ঋণ তহবিল	জনবল ও পরিচালন ব্যয়	সম্পদ সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ	মোট (২+৩+৪)	
১		৩	৪	৫	৬
২০০৫-২০০৬	৫০০.০০	৩৫০.০০		৮৫০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট

অর্থ বছর	তহবিল প্রাপ্তির বিবরণ (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)				উৎস
	আবর্তক ঋণ তহবিল	জনবল ও পরিচালন ব্যয়	সম্পদ সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ	মোট (২+৩+৪)	
১		৩	৪	৫	৬
২০০৬-২০০৭	-	-		-	-
২০০৭-২০০৮	--	-		-	-
২০০৮-২০০৯	৫০০.০০	১০০.০০		৬০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৯-২০১০	৫০০.০০	-		৫০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১০-২০১১	৯২০.০০		৮০.০০	১০০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১১-২০১২	৯২২.০০		১৭.০০	৯৩৯.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১২-২০১৩	-		৮.০০	৮.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১৩-২০১৪	১০৪২.৩৬		৬৩৩.৬৮	১৬৭৬.০৪	উন্নয়ন বাজেট
২০১৪-২০১৫	১২৫০.০০		৫৭৫.০০	১৮২৫.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১৫-২০১৬	-	৩০০.০০	-	৩০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০১৫-২০১৬	১৫০২.০০	**৩৫.৩৬**	৬৮৩.৮২	২১২১.১৮	উন্নয়ন বাজেট
২০১৬-২০১৭	৪০০.০০	**-**	-	৪০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০১৬-২০১৭	২৫৭১.৬৮	**৯৫৯.৯২**	১৪৬.৪৫	৩২৭৮.০৫	উন্নয়ন বাজেট
মোট	**১০১০৮.০৪**	**১৭৪৫.২৮**	**২১৪৩.৯৫**	**১৩৪৯৭.২৭**	-

আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহারের বিবরণ

(টাকার অংকঃ লক্ষ টাকায়)

তহবিলের উৎস	প্রাপ্ত আবর্তক ঋণ তহবিল	ঋণ বিতরণ (সাঃ চার্জসহ)	ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়			মাঠে বিনিয়োগকৃত ঋণ স্থিতি (সাঃ চার্জসহ)
			আসল	সার্ভিস চার্জ (১১% হারে)	মোট	
১। অনুন্নয়ন বাজেট	১৪০০.০০	৮৬৮২.১৫	৬৩৬৮.৫১	৭০০.৫৪	৭০৬৯.০৫	১৬১৩.১০
২। উন্নয়ন বাজেট	৮৭০৮.০৪	৪৯১৯৮.৮৫	৩৬০৮৮.২৫	৩৯৬৯.৭১	৪০০৫৭.৯৫	৯১৪০.৯০
মোট	**১০১০৮.০৪**	**৫৭৮৮১.০০**	**৪২৪৫৬.৭৬**	**৪৬৭০.২৪**	**৪৭১২৭.০০**	**১০৭৫৪.০০**

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয় । পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং ২০০৯-২০১৬ সময়ে প্রদত্ত ৬১.৩৬ কোটি এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৯.৭২ কোটি মোট ১০১.০৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । জুন ২০১৭ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০–৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে । ২০১৬–১৭ অর্থ বছরে ৮২০টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২৬,০০০ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয় । জুন'১৭ পর্যন্ত ৪৬৩০টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১,৩৯,৫০৩ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়। মোট ৪৬টি সমান কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১১৮০৯.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১০০৯৩.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'১৭ পর্যন্ত ৫৭৮৮১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৪৭১২৭.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৫.৪৫ ভাগ।



কুমড়া চাষ খাতে ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যের সাফল্য



মুরগী পালন খাতে ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যের খামার পরিচর্যা

পুঁজি গঠন

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৭৩৫.২৭ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'১৭ পর্যন্ত ৪২৩৫.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।



উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'১৭ পর্যন্ত ১,৫৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ১২,৭০৪ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত সদস্যদের মধ্যে

১,৩৩,৯২৩ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৬%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ৫৫৫৬৫.৭৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ৪১১৩.৬০ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য নারী সদস্যদের ঋণ পরিশোধের মাত্রা পুরুষ সদস্যদের চেয়ে অধিক। এছাড়া নারী সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

এক নজরে ফাউন্ডেশনের মাঠ কার্যক্রমের অগ্রগতি (প্রকল্পসহ)

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	১৮৫	৪৪৪৫	৪৬৩০
২। সদস্যভুক্তি	৫,৫৮০	১,৩৩,৯২৩	১,৩৯,৫০৩
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	১৭১.৪০	৪১১৩.৬০	৪২৮৫.০০
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	২৩১৫.২৪	৫৫৫৬৫.৭৬	৫৭৮৮১.০০
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	১৮৮৫.০৮	৪৫২৪১.৯২	৪৭১২৭.০০
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	২০৭.৩৬	৪৯৭৬.৬১	৫১৮৩.৯৭
৭। ঋণ আদায়ের হার (%)	৯০	৯৫.৬৩	৯৫.৪৫
৮। সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ (জন)	৫০৮	১২,১৯৬	১২,৭০৪

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সাফল্য

ফাউন্ডেশনের আওতায় জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে ১,৩৯,০৩ পরিবার হতে ০১ (এক) জন পুরুষ/মহিলাকে সংগঠিত করে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের কৃষি উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংসহান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। সুফলভোগীদের শতকরা ৯৬ ভাগই মহিলা। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম মহিলাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।



পরিচালনা পর্ষদের ৩৮তম সভা অনুষ্ঠান

ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহে সরকার হতে কোন অনুদান বরাদ্দ প্রদান করা হয় না। সরকার প্রদত্ত মোট ১০১.০৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল'এর মাধ্যমে পরিচালনাধীন ঋণ কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত ১১% সার্ভিস চার্জের ১০% অর্থের মাধ্যমে পূর্ণকালীন ৪৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

ফাউন্ডেশনের সহায়তা কার্যক্রম

বর্তমানে ফাউন্ডেশনে ৬৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, পল্লী ভবন (৭ম তলা), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সার্বিক দিক নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে

৭টি প্রশাসনিক বিভাগে স্থাপিত ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও তদারকি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকল্পের তৃণমুল পর্যায়ের কার্যক্রম ৬০টি উপজেলায় স্থাপিত উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ে ০১ জন উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও ০৩ জন মাঠ সংগঠক সংশ্লিষ্ট উপজেলার কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটির কার্যক্রম ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, গাজিপুর, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বরিশাল, খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলার ৬০ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মাঠ কার্যক্রম

প্রকল্প অনুমোদন পরবর্তীতে সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পাদন শেষে ডিসেম্বর ২০১৬ হতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয় । জুন ২০১৭ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	৩০	৫৭৮	৬০৮
২। সদস্যভুক্তি	৫০১	৯৫১০	১০০১১
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	৬.৩১	১১৯.৯৮	১২৬.২৯
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	৬৯.৩৭	১৩১৮.০৭	১৩৮৭.৪৪
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	২০.২৪	৩৮৪.৫১	৪০৪.৭৫
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	২.০১	৩৮.১০	৪০.১১
৭। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার (%)	১০০	১০০	১০০

ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ

ফাউন্ডেশনটি সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও সরকার এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান করে না। ফাউন্ডেশনকে নিজের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকতা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ প্রতিমাসে সংস্থাপন ও পরিচালন খাতে প্রায় ১০০.০০ লক্ষ টাকা মাসিক ব্যয় হয়ে থাকে।

সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য ১১% সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। এর ১ ভাগ অংশ প্রবৃদ্ধির জন্য রেখে ১০ ভাগ থেকে ৪৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছে।

'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে ৬৪০৯.৫৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স-কাম-অফিস, প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসএফডিএফ'কে শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক ১টি প্রকল্প অক্টোবর ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ মেয়াদে ৪২৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রেরণ করা হয়েছে । প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতিমূলক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রস্তুতিমূলক কমিটির সভার সুপারিশমালা অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিতরণকৃত ঋণের উপর সার্ভিস চার্জ ১১% (ফ্লাট রেট) ধার্য করে আদায়কৃত ঋণের সার্ভিস চার্জের ১১% এর ৮% ফাউন্ডেশনের জনবলের বেতনভাতা ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা এবং ৩% প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা করার লক্ষ্যে "রূপকল্প-২০২১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন" শীর্ষক ১টি প্রকল্প অক্টোবর ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে ৮৮২১৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণের জন্য ফাউন্ডেশনের ৩৮ তম 'পরিচালনা পর্ষদ' কর্তৃক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রণয়নকৃত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া (১) ৩৯৯২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ শীর্ষক ১টি, (২) ২৯০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি' শীর্ষক ১টি, এবং (৩) ৬৫৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নসহ' শীর্ষক ১টিসহ মোট ৩টি প্রকল্প ২০১৬–১৭ অর্থ বছরে এডিপি'তে প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ৩টি প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব ইআরডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে।

এসএফডিএফ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে এ দেশে পথিকৃৎ সংগঠন হলেও পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে এ সংগঠনের ঋণ কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকারের সময়ে মোট ০৩টি প্রকল্প সহায়তার মাধ্যমে এ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আগের চেয়ে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশন দেশের মোট ১৭৩টি উপজেলায় দরিদ্র কৃষক পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এ সংগঠনের কার্যক্রম ইপ্সিত সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার .....

জনাব মোহাম্মাদ আব্দুল কাইউম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ
মহাপরিচালক / নিবন্ধক (অতিরিক্ত সচিব)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

জনাব মোঃ আতাহার আলী
অতিরিক্ত সচিব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মিল্কভিটা, ঢাকা

জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

জনাব মোঃ আবু সাইদ ফকির
মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

জনাব আকবর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

জনাব নিতাই পদ দাস
মহাব্যবস্থাপক (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা)
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

জনাব আবদুল মতিন
ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

জনাব এ এইচ এম আবদুল্লাহ্
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

জনাব মদন মোহন সাহা
ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন